Indane
বিনামূল্যে
'পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারকে উজ্জ্বলা ২ যোজনার নতুন ইন্ডেন সংযোগ দেওয়া হচ্ছে।'
পি কে মিউজিক স্টোর্স , বজবজ চৌরাস্তা
Call : 7890059100/9339444440

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

ভাই ভাই বস্ত্রালয়
বিশ্বস্ত বস্ত্র প্রতিষ্ঠান
বজবজ হসপিটাল গেটের পাশে, কলকাতা ১৩৭
ভাই ভাই বস্ত্রালয়ে যাই
খুবই কম টাকায় সবকিছুই কাপড় পাই
কাপড় কেনার পর পছন্দ না হইলে কাপড়ের মূল্য ফেরৎ পাই
মোবাইল : ৯০০৭১৬৬১১৬

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২৬ কার্ত্তিক – ২ অগ্রহায়ণ , ১৪২৮ ঃ ১৩ নভেম্বর – ১৯ নভেম্বর, ২০২১

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 3, 13 November - 19 November, 2021 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কালীপুজোর দিন রাজ্যে যখন আলোর উৎসব

চলছে তখন বাঙালির মন অন্ধকার করে চলে গেলেন রাজনৈতিক মঞ্চের এক বর্ণময় চরিত্র সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সময়োপযোগী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পটু সুব্রতবাবু সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতায় মন কেড়েছিলেন আপামর বাংলার।

রবিবার: মুর্শিদাবাদের শামসেরগঞ্জে অব্যাহত গঙ্গা ভাঙন।

একের পর এক জনপদ তলিয়ে যাচ্ছে নদীর গর্ভে। এতদিন জল বাড়ায় ভাঙন বেড়েছিল। এবার জল কমার সময়ও ভাঙল তিন-চারটি ওয়ার্ডের ১০০ মিটার এলাকা। বিডিও উপরতলায় খবর দিয়েই ক্ষান্ত। বাসিন্দারা আশ্রয় শিবিরে।

সোমবার: বাংলায় যখন হেমন্তের আবহাওয়া তখন প্রবল

বৃষ্টিতে নাজেহাল তামিলনাড়ুর বিস্তীর্ণ এলাকা। চেন্নাইতে তৈরি হয়েছে বন্যা পরিস্থিতি। এক সপ্তাহ ধরে টানা বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। উপড়ে গিয়েছে শহরের বহু গাছ। একাধিক এলাকায় দু-তিন ফুট করে জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। খোলা হয়েছে ত্রাণ শিবির। নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী।

মঙ্গলবার: উৎপাদন শুল্কে ছাড় দিয়ে জ্বালানি তেলের দাম কমাতে

উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ভ্যাট কমিয়ে তেলের দাম কমাতে উদ্যোগী হোক এই দাবি নিয়ে পথে নেমেছে রাজ্য বিজেপি। কিন্তু এই দাবি সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

বুধবার: শিল্প তালুক গড়তে এবার গোটা রাজ্যেই ছাড় মিলবে

জমির সিলিং-এ। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানে উৎসাহ দিতেই নবান্নের এই পদক্ষেপ বলে দাবি করেছেন প্রশাসনিক কর্তারা। এবার থেকে ২০ নয় ৫ একর জমি থাকলেই শিল্পতালুক গড়ার অনুমতি পাবে উদ্যোগপতিরা।

বৃহস্পতিবার : উচ্চ প্রাথমিকে নিয়োগের জটিলতা কাটাতে

এসএসসিকে আরও তিনমাস সময় দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগেও দেওয়া হয়েছিল তিন মাস। কিন্তু এখনও নিষ্পত্তির জন্য পড়ে রয়েছে নিয়োগ সংক্রান্ত আরও কিছু অভিযোগ। অতএব নিয়োগের আশা এবারও কিছুটা পিছিয়ে গেল।

শুক্রবার: রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভল্লা।

রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব ভগবতীপ্রসাদ গোপালিকার সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা, পরিকাঠামো এবং স্থলবন্দর নিয়ে বৈঠক করবেন তিনি। রাজ্যে বিএসএফ-এর ক্ষমতার এক্তিয়ার বাড়ানো নিয়েও উঠতে পারে কথা।

সবজান্তা খবরওয়ালা

পঞ্চায়েত ভোটের আগে

রামকে সরিয়ে বিরোধী পরিসরে কী বাম?

পার্থসারথি গুহ : পারঙ্গম শাস্ত্রী: বাংলার রাজনীতি কখন যে কোন দিকে প্রবাহিত হবে তার কোনও ঠিক নেই। যেমন এই রাজ্যের প্রাক্তন দুই শাসক দল জাতীয় কংগ্রেস ও সিপিএম-নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট পুরো প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে বসে এই মুহূর্তে। এতটাই দৈন্য দশা তাদের যে পার্টি অফিসে বসার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আসল কথা হল ক্ষমতা। সেই ক্ষমতায় থাকলেই সিকন্দর আর না থাকলে বান্দর, এই সারমর্মটা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

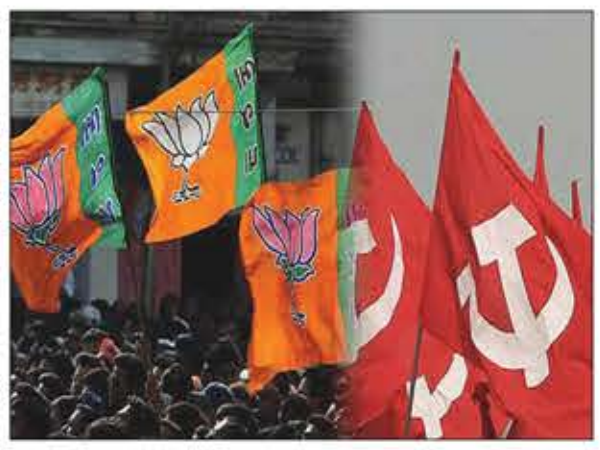

তা বলে গত লোকসভায় ৪০ শতাংশ ভোট ও ১৮ টি আসন, বিধানসভায় ৩৮ শতাংশ ভোট ও ৭৭ টি আসন পাওয়া প্রধান বিরোধী দলে উন্নীত হওয়া বিজেপি যে এত তাড়াতাড়ি জ্বালানি হারাতে থাকবে তা কিন্তু কিছুতেই বোঝা যায় নি। এটা নিশ্চিতভাবে বাংলার রাজনীতির এক অভিনব সংযোজন। অন্তত ৩৪ বছর রাজ্যে বিরোধী থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন কংগ্রেস দল সবসময়ই ৪০ শতাংশ ভোট পেয়ে এসেছে। হাজারো লাল সন্ত্রাস উপেক্ষা করেও কংগ্রেস যে সম্মান ধরে রাখতে পেরেছিল বিজেপি এই অল্পদিনে তা কেন পারছে না তা নিয়ে বহুল চর্চা চলছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে।

বিজেপি নেতারা যথারীতি এক্ষেত্রে আঙুল তুলছেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূলের দিকে। শাসক দলের অত্যাচার ও প্রলোভনের রাজনীতির কথাই উঠে আসছে পদ্ম নেতাদের মুখে। যে কথাটা উঠছে না, তা হল কংগ্রেস বা তৃণমূল বিরোধী থাকাকালীন যে সংগঠন ধরে রাখতে পেরেছিল সেটাতেই বিস্তর ফাঁকফোকর বিজেপির। দিল্লি নেতাদের হাজারো তর্জন-গর্জন, প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো এসবের মধ্যে রাজ্যে গত ২ বছর বিজেপির পক্ষে যে হাওয়া তোলার চেষ্টা হচ্ছিল তা কী তবে অন্তঃসারশূন্য? কে না জানে ফুকে কখনই মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। তাহলে এ রাজ্যে বিরোধী পরিসরের কী হবে? নাকি ফাঁকা মাঠ পেয়ে একাই খেলে যাবে শাসক দল তৃণমূল ? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো এই মুহূর্তে দেওয়া যাবে না, তবে এটুকু বলা যেতেই পারে ২০২৩ এর পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজ্যের বিরোধী কক্ষপথে অনেক পরিবর্তন নেমে আসতে পারে। এমনকি বিজেপিকে অনেকটাই কোনঠাসা করে ফের নড়েচড়ে উঠতে পারে সিপিএম তথা বামেরা। যদিও এর বিপক্ষে একটা কথা উঠে আসতেই পারে। তা হল সবেমাত্র দিলীপ ঘোষের জায়গায় ড .সুকান্ত মজুমদার বিজেপির রাজ্যসভাপতি হয়েছেন। তাঁকে একটু সময় দিতেই হবে। সেখানে আবার পালটা এটাও বলা যায়, যে বিজেপির এ রাজ্যে যা উন্নতি করার তা ওই দিলীপবাবুর আমলেই হয়েছে। এখন কে এলেন, আর কে গেলেন সেটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ হবে না বিজেপির জন্য।

আত্মনির্ভর দীপাবলী চিনকে কতটা ধাক্কা দিতে পারল

রাতুল দে : আত্মনির্ভর দীপাবলী হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের একটি আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্পের একটি শ্লোগান। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মতে, 'vocal for local' অর্থাৎ জাতীয় স্তরের উপাদন ব্যাবস্থা , শিল্পের পরিকাঠামো ও উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করতে। এর লক্ষ্য হল আমদানি কমিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি করা। কিন্তু এই আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প কতটা চিনকে কতটা আর্থিকভাবে দুর্বল করতে পারবে ? কতটা চিনের কাছ থেকে 'Global manufactring set-up' তকমাটি ছিনিয়ে নিতে পারবে সেটাই দেখার বিষয়।

২০২০ সালে গলওয়ান উপত্যকার একটি রক্তাক্ত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে দেশে 'চিনা দ্রব্য বর্জন করার শ্লোগান উঠে'। সেটাকে নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক ও মিডিয়া প্রপোগান্ডা হয়। কিন্তু তার কিছুমাস পরেই ভারত - চিনের বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়ে যায়। ২০২০ - ২০২১ এর মধ্যে মোট বাণিজ্য হয়েছিল ১০০ বিলিয়ন ডলারের। এবার অনেক প্রশ্ন উঠবে যে তাহলে চিনা দ্রব্য বর্জন ইত্যাদির মানেই বা কি ? এখানে বাণিজ্য কী পদ্ধতিতে হবে, কতটা আমদানি বা রপ্তানি করা হবে, সেইক্ষেত্রে ভারত অনেক এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ ভারতের রপ্তানি বেড়েছে অন্যদিকে চিনের রপ্তানি কমেছে। আজ সেটা ১০০ থেকে ৭০ বিলিয়নে এসে পড়েছে। এখানে ভারত Made in India প্রোডাক্টসগুলির উপাদনকে বেশি বেশি করে উসাহ দিচ্ছে, যা চিনের কাছে সবচেয়ে মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবছর সিএআইটির একটি রিপোর্ট অনুযায়ী দীপাবলী মরশুমে চিনের ৫০,০০০ হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে, প্রত্যেক বছর দীপাবলী সময়ে চিন ভারতের বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা কামাতো কিন্তু এই লোকসান চিনের রপ্তানির টনক নাড়িয়ে দিয়েছে বলা যায়। পরের বছর ১৩০ কোটি ভারতীয় লক্ষ্য হওয়া উচিত এই সংখ্যাটিকে ১লক্ষ কোটি টাকায় নিয়ে যাওয়া।

কিন্তু শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি করে চিনকে আর্থিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যাবে। কারণ চিন অটোমোবাইল, খেলনা, ভিডিও গেমস, অ্যাপস, মেডিকেল কিটস ইত্যাদি উপাদনের ক্ষেত্রে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। এছাড়াও ওপো, শাওমি, নামক নামিদামি চিনা ব্র্যান্ডের ফোন ভারতের বাজারে প্রতিনিয়ত বিক্রি হয়।

ভারতীয় বাজার থেকে এইসমস্ত চাইনিজ প্রোডাক্টগুলিকে কাউন্টার করার জন্য ভারতকে স্মার্ট ফোন থেকে অ্যাপস, মেডিকেল কিটস প্রভৃতি তৈরির দক্ষতা অর্জনের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরি করতে হবে নাহলে চিনের কাছ থেকে 'Global manufacturing set-up' তকমাটি ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। আশাকরা যায় সরকার এইসমস্ত ক্ষেত্রে খুব তাড়াতাড়ি কোনো পদক্ষেপ বুঝেশুনে নেবেন।

ব্রাত্য রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম

কল্যাণ রায়চৌধুরী : দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে রাজ্যের দীপাবলী উৎসবে উত্তর চব্বিশ পরগনার জেলা শহর বারাসত ও মধ্যমগ্রাম একপ্রকার জনপ্রিয়তার শীর্ষে স্থান করে নিয়েছে। ফলে প্রতিবছর দীপাবলী উৎসবকে ঘিরে উত্তর চব্বিশ পরগনায় দর্শনার্থীদের ঢল নামে। এছাড়া এই জেলা ভারত বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী হওয়ার কারণে বিভিন্ন উগ্রপন্থী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও সতর্ক থাকতে হয় পুলিশকে। এইসব সমস্যার পাশাপাশি নবতম সংযোজন ঘটেছে করোনা অতিমারির। ফলে দীপাবলী উৎসব নির্বিঘ্ন করার জন্যে প্রতি বছরের মত এবারেও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে কী কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে বা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে দীপাবলীর প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়। উল্লেখ্য, এদিনের এই সাংবাদিক সম্মেলনকে কার্যত একপেশে ও পক্ষপাতিত্বমূলক বলে অভিহিত করে জেলার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম সহ সাংবাদিকদের একাংশ।তাদের অভিযোগ, জেলার যে সমস্ত সংবাদপত্রগুলো আছে, ইদানিং এসপি অফিসের প্রেস মিটে তাদের ডাকা হচ্ছে না। সাংবাদিকদের বিশেষ একটি গোষ্ঠীকেই কেবল প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারংবার সমস্ত মিডিয়া ও সাংবাদিকদের নিয়ে প্রশাসনকে চলার জন্য আবেদন জানালেও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে তা পালিত হচ্ছে না। স্থানীয় একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সম্পাদক তথা সাংবাদিক রূপক প্রামাণিক বলেন, 'এবারে এসপি অফিসের প্রেস মিটের কোনও খবর আমি পাইনি। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এস পি থাকাকালীন, পুলিশ-মিডিয়া গ্রুপ বলে একটি গ্রুপ তৈরি করেন। কথা ছিল সেই গ্রুপে পুলিশের সাংবাদিক সম্মেলন সহ যে কোনও খবর তাতে দেওয়া হবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চন্দননগরে চলছে জগদ্ধাত্রী আরাধনা। ছবি: অরুণ লোধ

পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে শাসকদলের বিধায়কের ধর্না

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা থানার পুলিশের বিরুদ্ধে শাসকদলের বিধায়ক তথা মহেশতলা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের প্রধান দুলাল দাস বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। গত বুধবার থানার সামনে থানার এক এসআই আবুল মরজান ও থানার আইসি সুভেন্দু সরকারের অপসরণ চেয়ে ধর্নায় বসেন। পরে ডিএসপি (ইন্ডাসট্রিয়াল) নিরুপম ঘোষের হস্তক্ষেপে ধর্না ওঠে।

ঘটনায় প্রকাশ গত কালীপুজোর রাতে নুঙ্গি স্টেশন রোডে সুমন্ত বেরা নামে এক যুবক পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ায় বাইক রাখাকে কেন্দ্র করে। মহেশতলা থানার এসআই আবুল মরজানের ওপর নাকি ওই যুবক হাত তোলেন বলে পুলিশি সূত্রে এমন অভিযোগ পাওয়া যায়। পরে আরো পুলিশ বাহিনী এনে ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়। পরের দিন কোর্টে পাঠালে তার জামিনও হয়। কিন্তু ঘটনার চারদিন পর থানার সামনে বিধায়ক দুলাল দাসের নেতৃত্বে ধর্না শুরু হয়। দুলাল বাবু বলেন, থানায় নির্মমভাবে সুমন্তকে মারা হয়েছে। তার হাত, পাঁজর ভেঙে গেছে। সে এখন একটি বেসরকারী নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন। দুলালবাবু বলেন, আমি রাজ্য সরকারের বদনাম করছি না। কিন্তু থানা যে আচরণ করেছে তা সরকারের বদনাম হচ্ছে। এসআই ও আইসির অপসরণ চাই। পুলিশ পিশাচের মতো কাজ করেছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

অজানা রয়ে গেল তাঁর জীবনকাহিনী

প্রিয়ম গুহ : রাজ্য রাজনীতির ডাকসাইটে ত্রয়ী নেতার মধ্যে ফ্রন্ট ফুটের শেষ খেলোয়ারও দীপাবলীর রাতে দীপ নিভিয়ে রাজনীতির ময়দান ছাড়লেন। ২৫ অক্টোবর হঠাৎ হৃদযন্ত্রের সমস্যা নিয়ে এসএসকেএম-এ ভর্তি হওয়ার পরে তিনটি স্টেন্ট সফলভাবে হৃদযন্ত্রকে সক্ষম করেও ৪ নভেম্বর হঠাৎ করে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করলেন প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তথা পশ্চিমবঙ্গের একাধিক দফতরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। রাজনীতির বেড়াজাল পেরিয়েও আপামর বাঙালিয়ানায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্ব খুবই কম চোখে পড়ে। ফুটবল খেলায় পাগল, মনে প্রাণে মোহনবাগানি। বাংলা ও বাঙালি যখন দুর্গা পুজোর থিম নিয়ে ব্যস্ত তখন বারবারই অন্যান্য পুজো কর্তাদের সাথে নরম গরম কথায় বুঝিয়ে দিতেন বাঙালির নস্টালজিয়া সেই সাবেকিয়ানায় ভরপুর। দক্ষিণ কলকাতার একডালিয়া এভারগ্রিনের প্রাণপুরুষ কোনও দিনই তাঁর প্রিয় ক্লাবকে থিমের আবহে গা এলিয়ে দেয়নি। থিম পুজোকে কটাক্ষের সুরে বার বার বিঁধেছেন। রাজনীতির ময়দানেও স্পোর্টস ম্যান স্পিরিট ছিল তাঁর চোখে পড়ার মতো। বিরোধী শিবিরকেও হাসতে হাসতে জবাব দিতেন এবং বিরোধী নেতাদের সাথেও ছিল তার ঋদ্ধতা। তাই তাঁর শেষ যাত্রাতেও বিরোধী শাসক মিলে মিশে একাকার। কলকাতার মেয়র হিসাবে নজির গড়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আমলে কলকাতা পুরসভার ভাঁড় ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। বিরোধীরাও সুব্রত মুখার্জিকে মেয়র হিসাবে পছন্দ করতেন। তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে হাতে হাত মিলিয়ে উন্নয়নের কাণ্ডারী পার করা যায়। মেয়র হিসাবে বার বার কলকাতাবাসী থেকে শুরু করে বিরোধী দলের লোকেরা তাঁকেই চেয়েছে। দক্ষ প্রশাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্য। তাই বিরোধী নেতাদের মুখে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্নও ফুটে উঠেছে। রাজ্য রাজনীতি সৌমেন-প্রিয়-সুব্রত'র জুটিকে মিস করবে। এই তিন ত্রয়ী এখন পরপারে তাদের জুটি বাঁধলো।

সকলের সাথেই ভাল ব্যবহারে হাসিমুখে কথা বলতেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তাই সবার মতো আমার সঙ্গেও ছিল তাঁর মধুর সম্পর্ক। রাজনীতির বাইরে রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়েও বহুবার তাঁর সাথে কথা হয়েছে। নিজের দলের ভালমন্দ অকপটে স্বীকার করতেন তিনি। গঙ্গাসাগরে প্রত্যেক বছরই দেখা হলেই হাসতে হাসতে সব ঠিক আছে তো বলে জিজ্ঞাসা করতেন। একবার দুবার একসাথে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানও করেছি। এখন এসব স্মৃতি। ২০২২-এর গঙ্গাসাগর হবে সুব্রতহীন। ২১ অক্টোবর ২০২১ বিজয়ার পর শারদ সংখ্যা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে। বিভিন্ন কথাবার্তার মাঝে উঠল তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কথা। দেখলাম এ বছর তাঁর রাজনৈতিক জীবনের ৫০তম বর্ষ পূর্ণ হচ্ছে। কিছু সময় চেয়ে নিলাম তাঁর কাছে, বললাম দফতর খুললে একদিন সময় করে বসবো, অনেক কিছু জানার আছে কারণ ভবিষ্যতের রাজনীতিবিদদের আরও রাজনীতির ময়দানে এগিয়ে যাবার জন্য প্রয়োজন দক্ষ পরিচালক। তিনি হেসে বললেন, পরিচালকের কথা আজকাল কেউ শোনে না। তাও আমি জোর দিয়ে তাকে বললাম ওসব শুনবো না সময় দিন লিখব। তিনি বললেন, এখনও সময় আসেনি। রাজনীতির ময়দান ছাড়লে তবেই আমি মনখুলে, প্রাণ খুলে, হাত খুলে লিখতে পারব কেননা এখন লিখতে বসলে অনেক না বলা কথা রয়ে যাবে, যা আমি লিখতে পারব না। তেমনই আমারও অনেক না বলা কথা রয়ে গেল যা আমি তার থেকে শুনেছি যা এই রাজনৈতিক বাতাবরণে আমিও লিখতে পারছি না। সেই দিনই এক সাথে লিফটে করে নেমে উনি বেড়িয়ে গেলেন ওনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। সেই ছিল আমাদের শেষ কথা বলা। তাঁর রাজনৈতিক জীবনী লেখা আর হলো না অধরা রয়ে গেল অনেক কিছুই। জানা হলো না অনেক গোপন কথা।

নয়া ভিত গড়ার কাজ চলছে ভারতীয় অর্থবাজারে

পার্থসারথি গুহ

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো-২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তুতের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৯ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা ১১-১২ হাজার হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে শেয়ারবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে

অর্থনীতি

তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন

শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। এ ক্ষেত্রে ক্রুড অয়েলের দামে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি এই বাজার থেকে টাকা তুলে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন কোটাক সাহেব। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইকুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোনা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে একটা বড়রকমের দোলাচল কাজ করছে ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে দেশি সাহেব বা ডোমেস্টিকরা বছরের প্রথম থেকেই বেচুবাবুকে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বাজেট পর্যন্ত তাদের এই মুড বজায় থাকলেও এখন অবশ্য তাঁরা ফের ক্রেতা হয়ে উঠেছেন। বস্তুত বিদেশিদের লাগাতার বিক্রির মাঝে তাঁদের কেনা স্বস্তি জোগাচ্ছে সাধারণ মানুষকে। তাই এখনই খুব বেশি চিন্তা না করে সাধারণ লগ্নিকারীদের মুনাফা পেলে তা উঠিয়ে নিতে পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। পরে স্থিতাবস্থা ফিরলে জোরকদমে বাজারে ফেরার পরামর্শ থাকছেই।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ২-৩ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা-ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৩ নভেম্বর – ১৯ নভেম্বর, ২০২১

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ-ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না থেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব-দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

চেনা বৃত্তের বাইরে বেড়ানোর নতুন জায়গা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির পাহাড় ভ্রমণ মানে দার্জিলিং সিকিম। তার সাথে অবশ্যই সংযুক্তিকরণ নৈনিতাল সিমলা। তবে দার্জিলিং সিকিম যেতে খরচের পরিমাণ অনেকটাই কম। তাই বাঙালির নজর বেশি থাকে দার্জিলিং ও সিকিমের দিকে।

তবে একশ্রেণির পর্যটক দার্জিলিং সিকিমের ঘিঞ্জি এলাকায় থাকতে পছন্দ করছেন না। তারা এখন যাচ্ছেন চা চাল, ছোট মঙ্গোয়া, বড় মঙ্গোয়া সহ বেশকিছু পাহাড়ি এলাকায়। অবশ্য এই জায়গাগুলো দার্জিলিং সিকিমের অন্তর্গত। একেবারে নিরালা এসব জায়গা।

দার্জিলিং সিকিম এর মত জনসমাগম নেই এখানে। আছে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। সেই কারণে অনেক পর্যটক এই পাহাড়ী অঞ্চলে যেতে পছন্দ করছেন।

হোটেল একেবারেই নেই এখানে। আছে কিছু হোম, যেখানে মাথাপিছু খরচ মাত্র ১৫০০ টাকা দিন প্রতি। এই টাকা দিয়ে চারবেলা খাওয়া থাকা জনপ্রতি একদিনের। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে একেবারেই খরচ কম। থাকার হোমগুলি দোতলা, উপরের তলায় মালিকের থাকার জায়গা। আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতে হয়।

এই জায়গাগুলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনমুগ্ধকর। কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে অপরূপ সুন্দর লাগে। গাড়ি করে ঘুরতে হলে আলাদা খরচ আছে। তবে পায়ে হেঁটে এসব জায়গায় ঘোরার অনুভূতিই আলাদা। সবদিক থেকেই পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই স্থানগুলি।

বিনামূল্যে মশারি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি : স্বাভাবিক ভাবে চা বাগান এলাকাগুলিতে মশাবাহিত রোগের বাড়বাড়ন্ত রুখতে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে এসে চা বাগান এলাকায় মশা বাহিত রোগের আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই কথামতো জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের এলাকায় মানুষ মশা বাহিত ভাইরাসে বেশি করে আক্রান্ত হন। যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া, ইত্যাদির ফলে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় স্বাস্থ্য দপ্তরের। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষী দত্ত, জলপাইগুড়ি পুর প্রশাসক সৈকত চ্যাটার্জী, সমাজসেবী কৃষ্ণ দাস

উদ্যোগে সোমবার ডেঙ্গুয়াঝাড় সংলগ্ন চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার মানুষদের জন্য বিনামূল্যে মশারি প্রদান করা হয়। মূলত এই সমস্ত সহ অন্যান্য ব্যক্তিরা। এদিন ৩১৫ জন কে মশারি প্রদান করা হয়। মশারী পেয়ে অনেকটা উপকৃত বলে জানালেন চা বাগানের মানুষেরা।

ছট ঘাট পরিষ্কার না করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি : ছট ঘাট পরিষ্কার না করার অভিযোগ উঠল পুরসভার বিরুদ্ধে। জলপাইগুড়ি বাবুপাড়া ছট ঘাটের ভক্তদের এই অভিযোগ। কোনওবারই এই ঘাট পরিষ্কার করা হয় না বলে জানিয়েছেন ওই ঘাটে আসা ব্রতীরা। শহরের প্রায় মাঝখানে ৮ নাম্বার ওয়ার্ড এলাকায় এই ঘাট অবস্থিত। দুই দিন থেকে রোজই নিজেরাই পরিষ্কার করে আসছেন কয়েকজন ছট ঘাটের ভক্তরা। দুদিন পরিষ্কার করার পরও বুধবার সকালে ঘাট অপরিষ্কার অবস্থায় আছে। এই দিন ঘর পরিষ্কারের কোনও ধরণের উদ্যোগ পুরসভার দেখা যায়নি বলেও তারা অভিযোগ করেন। আজ সকালে সেই বাবুঘাটের করলা নদীতে একাধিক কাচের ভাঙা বোতল উদ্ধার করে শর্ট উৎসবে আশা মানুষেরা। পাশাপাশি নোংরা আর্বজনায় পরিপূর্ণ ছিল এই পবিত্র ঘাটটি। যদিও এই বিষয়টি নিয়ে পুরসভার পুর প্রশাসক বোর্ডের সদস্য বিকাশ মালাকার বলেন ঘাট যদি নোংরা থাকে তাহলে অবশ্যই পুরসভার সাফাই কর্মীরা গিয়ে পরিষ্কার করে দেবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সারারাত জেগে যারা ছট উৎসবে যোগ দিতে এসেছেন তাদেরকেই নদীতে নেমে ঘাট পরিষ্কারের কাজে হাত লাগাতে হচ্ছে।

সংবর্দ্ধনা সভা

ময়নাগুড়ি : ১১ই নভেম্বর, বুধবার ময়নাগুড়ি, ব্যবসায়ী সমিতির কক্ষে প্রথমে জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপকে ফুলের তোড়াও খাদি পরিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সেই সঙ্গে উপস্থিত অন্যান্যদের এদিন ফুলের তোড়া দিয়ে সম্বর্ধনা, জানানো হয়। পরে এক আলোচনায়, উঠে আসে শহরের বুকে জেলা পরিষদের স্টল বন্টন হতে চলেছে। স্টল বন্টনের নিয়মাবলী নিয়ে ক্ষুব্ধ ময়নাগুড়ি ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব সহ ব্যবসায়ী সমিতি। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের স্টল বন্টনের নিয়মাবলী পরিবর্তনের দাবি উঠতে শুরু করেছে। এ বিষয়ে বুধবার ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজার ব্যবসায়ী সমিতির অফিস ঘরে জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপকে স্টল বন্টনের নিয়মাবলী পরিবর্তনের দাবি পত্র দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ী সমিতির সহ-সম্পাদক সুমিত সাহা বলেন, ময়নাগুড়ি পুরাতন বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির ১৩টি স্টল রয়েছে। এমনভাবে নিয়ম করা হয়েছে একজন লোক প্রত্যেকটি স্টল টাকা দিলেই পেয়ে যাবেন। অপরদিকে নানা কাগজপত্র চাওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি লটারির মাধ্যমে এই স্টল বিলিবন্টন করা হোক। কারণ অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী রয়েছে। তাদের ও এই স্টল নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে।

জেলা সভাপতি বলেন আমি এই বিষয়ে জেলাশাসক এর সাথে কথা বলব।

ময়নাগুড়ি ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় বলেন, এই বিলিবন্টন ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহসভাধিপতি দুলাল দেবনাথ বলেন, নিয়ম মেনে স্টল বন্টন করা হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে।

এদিন এই উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বজরং লাল হিরাস্থত, ময়নাগুড়ির বিভিন্ন ব্যবসায়ী সদস্যরা এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি ২নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শিব শঙ্কর দত্ত, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শুভম রায় বসুনিয়া সহ অন্যান্যরা।

প্যাঙ্গোলিন উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেঘালয় থেকে মুম্বাই হয়ে দুবাই পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করলো বন দপ্তরের বিশেষ টিম, জীবন্ত প্যাঙ্গলিন সহ গ্রেফতার দুই পাচারকারী পালাতে সক্ষম দুই কুখ্যাত বন্য প্রাণ পাচারকারী। গোপন সূত্রে খবর আসছিল দীর্ঘদিন থেকে, ওত পেতে ছিল বন দপ্তর, গুরুমারা জাতীয় উদ্যানের লাটাগুড়ি অঞ্চলে। এর পর ক্রেতা সেজে বন্য প্রাণীটিকে কেনার প্রস্তাব দেয়। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার ঝাঁঝাঙ্গিতে বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণ প্যাঙ্গলিন টিকে নিয়ে আসার কথা হয়, এর পরই চার পাচারকারী একটি বাক্সের মধ্যে করে প্যাঙ্গলিনটিকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছতেই, ক্রেতা সেজে ওত পেতে বসে থাকা বন দপ্তরের বিশেষ টিমের সদস্যদের হাতে আটক হয় দুই পাচারকারী তবে এরই ফাঁকে ওপর দুই বন্য প্রাণ পাচারকারী পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, ধৃতদের বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে হাজির করা বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।

স্টুডেন্ট ফোরামের পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : দার্জিলিং জেলা এক্স-স্টুডেন্ট ফোরামের আয়োজনে প্রথম বর্ষের সার্বজনীন শ্রী শ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন শিলিগুড়ি পুরসভার প্রধান গৌতম দেব। আজ সকালে তিনি নিজে এসে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করেন। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি পুরসভার অন্যান্য প্রধান আহ্বায়কেরা। এদিন পুজোর উদ্বোধনের পর গৌতম দেব জানান প্রত্যেক পুজোর একেকটা আলাদা আলাদা আনন্দ থাকে আমি তাই সব পুজোর আনন্দেই নিজেকে জড়িয়ে থাকি। বর্তমান করোনা আবহে মানুষের কাজ, ব্যাবসা সবই বন্ধ। তাই পুজোর আনন্দ সবাই ঠিকমত করতে পারছে না। তাই কারো কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হয়নি। এদিন গৌতম দেবের সাথে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট মানুষেরা।

নাম পরিবর্তন

আলিপুর ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখের এফিডেভিট বলে আমি MD. SHAMIM ঘোষণা করছি যে, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে (WB2019870054819) উল্লিখিত আমার ভুল নাম SAMIAM ANSARI-র পরিবর্তে আমার আধার কার্ডে (98298741) উল্লিখিত সঠিক নাম MD. SHAMIM নামে পরিচিত হইলাম। SAMIAM ANSARI ও MD. SHAMIM এক এবং অদ্বিতীয় ব্যক্তি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞপ্তি

উল্লেখ্যঃ- এন.এইচ.আর.সি (জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) এর নির্দেশাবলী অনুসারে ইউ.টি.পি প্রসেনজিৎ বোলক এর সংশোধনাগারে মৃত্যুর ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত। এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে ইউ.টি.পি প্রসেনজিৎ বোলক প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, কলকাতায় থাকাকালীন গত ১৫.০৫.২০২১ তারিখে এস.এস.কে.এম হাসপাতালে মারা যান। এই বিষয়ে একটি ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ের তদন্ত করা হচ্ছে। অতএব এই সম্পর্কে কোনও ব্যক্তি বা নিকট আত্মীয়ের কোনও অভিযোগ থাকলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্বাঃ
(সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী)
উপনগরপাল (দ্বিতীয়); দক্ষিণ কলকাতা শহরতলী বিভাগ
এবং কার্যনির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট
ব্লক - জে, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি টাউনশিপ,
দিনেশ মজুমদার মিলন গৃহ, পোস্ট - পঞ্চসায়র, কলকাতা - ৭০০০৯৪

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

পানমশলা বিক্রিতে কড়া নজর

নিজস্ব প্রতিনিধি : গুটখা ও পান মশলার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলো বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে যে ৭ নভেম্বর থেকে গুটখা ও পানমশলা জাতীয় দ্রব্য বিক্রি নিষিদ্ধ। আর তার পর ৭ নভেম্বর রবিবার থেকেই ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের অন্তর্গত বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ মাইকিং-এর পাশাপাশি দোকানে দোকানে তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সোমবার সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর দু'নম্বর ব্লকের রাস্টুয়া, গোয়ালমারা বাজার সহ বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা গুটখা ও পান মশলার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছেন। এদিন ওই এলাকার বিভিন্ন দোকানে গিয়ে, দোকানদারদের গুটখা ও পান মশলা বিক্রি না করার আদেশ দেন। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটি দোকান থেকে দোকানে থাকা গুটখা ও পান মশলা গুলি পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশের পক্ষ থেকে দোকানদারদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন গুটখা ও পান মশলা বিক্রি না করে। নাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেই সঙ্গে পুলিশের পক্ষ থেকে গুটখা ও পান মশলার বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানানো হয়।

নয়নাভিরাম শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতকাল ছিল কালী পুজোর বিসর্জন। তাই গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত ওদলাবাড়িতে চলে কালী পুজোর শোভাযাত্রা। ওদলাবাড়ির বিভিন্ন কালী পুজোর শোভাযাত্রা বের হয়। তবে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শোভাযাত্রা ছিল নেতাজি সুভাষ অ্যাথেলেটিক্স ক্লাবের কালী পুজোর শোভাযাত্রা। এদিন এই শোভাযাত্রায় হাজারে হাজারে মানুষ নাচ এবং ডিজের তালে কোমর দোলায়। ছোট থেকে বড়, মহিলা থেকে পুরুষ সবাই এই শোভাযাত্রায় পা মেলায়।

বলা যেতে পারে এই ধরনে বড় শোভা যাত্রা ওদলাবাড়িতে এই প্রথম। একটি ট্রেলার কে আলোক সজ্জায় সাজিয়ে তোলা হয়েছিলো। অন্য ট্রাকে ছিল কালী মায়ের প্রতিমা। এদিন প্রায় ৫ ঘন্টা ওদলাবাড়ি জুড়ে চলে এই শোভাযাত্রা। ঢাক, ডিজে এবং তাসা সব আয়োজন ছিল। আর আতসবাজিতে আকাশ ভরে গিয়েছিলো। এত বড় শোভাযাত্রা দেখতে প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিল। ওদলাবাড়ি বাজারসহ বিভিন্ন এলাকায়। শান্তিপূর্ণ এই শোভাযাত্রার জন্য ছিল কড়া পুলিশি ব্যাবস্থা।

এই পুজোর প্রধান উদ্যোক্তা মাল ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি তমাল ঘোষ জানিয়েছেন, বহু দিন ধরে করোনার জন্য মানুষ গৃহবন্দি, তাই সাধারণ মানুষকে আনন্দ দিতেই এই ধরণের শোভাযাত্রা করা হয়। এতে এলাকার মানুষ ভীষণ খুশি। তাছাড়া আমাদের এই পুজো জেলার মধ্যে নাম করেছে। আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে এদিন মায়ের প্রতিমা চেল নদীঘাটে নিরঞ্জন করি।

গোরু সহ ২টি মোষ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ই, নভেম্বর, শুক্রবার, বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে একটি গোরুর গাড়ি আটক করল ময়নাগুড়ি থানার পুলিস। উদ্ধার হয়েছে ১৮টি গোরু সহ ২টি মোষ। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাগুড়ি রোড এলাকার রাস্তা ধরে গোরুর গাড়ি মেখলিগঞ্জ যাচ্ছিল। সেই সময়গোপন সূত্রে পুলিসের কাছে সেই খবর এসে পৌঁছায়। ইন্দিরা মোড় সংলগ্ন, সার্ক রোড এলাকায় পুলিস গোরুর গাড়ির পিছু নেয়। পুলিসকে দেখে গাড়ির গতি বাড়ায় অভিযুক্তরা। কিন্তু দ্রুতগতিতে পুলিসের গাড়ি ট্রাকের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ট্রাকে থাকা অভিযুক্ত দুজন গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। ময়নাগুড়ি থানার পুলিস গোরু সহ ট্রাকটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস বলেন, অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। গোরুগুলিকে ময়নাগুড়ি একটি খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে খোয়াড়ের মালিক জানান ময়নাগুড়ি থানা থেকে উদ্ধার হওয়া ১৮ টি গোরু, দুটি মোষ তাদের হেফাজতে রাখা হয়।

দুটি গাড়ির সংঘর্ষের ফলে লুঠ হল আলু

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়ি থেকে লুঠ শতাধিক বস্তা আলু। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে আলু বোঝাই গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ময়নাগুড়ির বিডিও অফিসের সামনে ৩১ নং জাতীয় সড়কে। প্রচণ্ড গতিতে আলু বোঝাই ট্রাকটি সজোড়ে ধাক্কা মারে অপর একটি ট্রাকের পেছনে। এই ঘটনায় গাড়িটির ব্যপক ক্ষতি হলেও সামান্য আহত গাড়ির চালক। আর তারপরেই গাড়ি থেকে আলু লুঠের অভিযোগ উঠেছে স্থানীয়দের বিরুদ্ধে। এই আলু লুঠের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন।

জানা গেছে জায়গা থেকে ভুটানের আলু বোঝাই করে একটি ট্রাক আসছিল শিলিগুড়ির রেগুলেটেড মার্কেটে। আসার পথে রাত ১২টা নাগাদ আলু বোঝাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে অন্য একটি ট্রাকের পেছনে ময়নাগুড়ির বিডিও অফিসের সামনে ৩১ নং জাতীয় সড়কে। এই দুর্ঘটনায় ব্যাপক ক্ষতি হয় আলু বোঝাই ট্রাকটির। আহত অবস্থায় ট্রাক চালককে নিয়ে আসা হয় ময়নাগুড়ি গ্রামীন হাসপাতালে। এর পরই দুর্ঘটনাগ্রস্থ আলুর ট্রাক থেকে শুরু হয় আলু লুঠ। আলুর মালিক রাম লক্ষণ সাহা বলেন, গাড়িতে মোট ১৫৩ বস্তা আলু ছিল। দুর্ঘটনার পর সেই ট্রাক থেকে লুঠ হয়েছে মোট ১১৩ বস্তা আলু। লুট হয়ে যাওয়া আলুর বর্তমান বাজারদর আড়াই লক্ষ টাকা। তিনি চাইছেন পুলিশ তদন্ত করে লুঠ হয়ে যাওয়া আলু উদ্ধার করে তাঁকে ফিরিয়ে দিক। এই আলু লুঠের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আলুর মালিক।

কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের হামলায় জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজের ভাই ও গ্রামের অপর এক মৎস্যজীবীর সাথে সুন্দরবন জঙ্গলের নদীখাড়িতে গিয়েছিলেন মাছ কাঁকড়া ধরতে। আর সেখানে ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে পড়তে হলো এক মৎস্যজীবীকে। সেখানেই সুন্দরবনের বাঘের হামলায় গুরুতর জখম হতে হল ওই মৎস্যজীবীকে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বেণীফেলি জঙ্গল লাগোয়া নদীর খাড়িতে। কুলতলি থানার দেউলবাড়ি–দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা সৌমিত্র সাফুই। নৌকায় করে দাদা লখিন্দর ও প্রতিবেশি ইব্রাহিম শেখ কে সাথে নিয়ে সোমবার সকালে রওনা হয়েছিল কাঁকড়া ধরতে। দুপুরের পর কাঁকড়া ধরার দোন' ফেলে খাওয়া–দাওয়া সেরে নৌকাতেই যখন তারা বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সেই সময় আচমকাই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ জঙ্গলের ভেতর থেকে একটি বাঘ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লখিন্দরের ওপর। তাকে রীতিমত জখম করে ফেলে। চোখের সামনে বাঘের হামলা হতে দেখে বাকি দুজন নৌকায় থাকা লাঠিসোটা ও বৈঠা নিয়ে বাঘের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে বাঘ ভয়ে শিকার ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে যায়। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় লখিন্দরকে উদ্ধার করে রাতে নিয়ে আসা হয় কুলতলি ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকায় রাতেই চিকিৎসকরা সেখান থেকে স্থানান্তরিত করে দেয় কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। এদিকে ওই দলটি কুলতলি বিট অফিস থেকে বৈধ অনুমতি নিয়ে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল বলে দাবি ওই মৎস্যজীবীদের দলটির।অন্যদিকে বাঘের হামলার ঘটনাটি নিষিদ্ধ এলাকায় না অনুমোদনপ্রাপ্ত এলাকায় হয়েছে সে বিষয়ে খতিয়ে দেখছে বনদফতর।

বোমা উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি : ড্রাম ভর্তি বোমা সহ দুজন কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বাসন্তী থানা এলাকার কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের খেড়িয়ার উত্তর ভাঙনখালি গ্রামে। এদিন গোপনে বোমা তৈরির খবর আসতেই বাসন্তী থানার ওসি আব্দুর রব খান বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান ক্যানিংয়ের এসডিপিও গোবিন্দ শিকদার। যদিও পুলিশ আসার আগেই গা–ঢাকা দেয় এলাকার দুই দুষ্কৃতী সম্পর্কে দাদা ও ভাই হায়দর লস্কর ও সফিউল লস্কর। তাদের বাড়ি লাগোয়া জমিতে তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ একটি বোমা ভর্তি ড্রামের হদিস পায়। যার মধ্যে প্রায় ১৫ টির বেশি বোমা রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। এরপর পুলিশ দুই ভাইয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করেছে বোমা তৈরির আরও নানান সরঞ্জাম। বোমা তৈরির ঘটনায় জড়িত ২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় ঘটনাস্থল থেকেই। এদিকে রবিবার বোম স্কোয়াড এসে ওই বোমা–গুলিকে নিষ্ক্রিয় করবে। পালিয়ে যাওয়া ওই দুই সমাজবিরোধীর খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।

পানাপুকুরে মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর একটি পানাপুকুর থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো।তিনদিন নিখোঁজ থাকার পর বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পানাপুকুরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম নীলমণি মণ্ডল(৪৫)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে বারুইপুর থানার সাউথ গড়িয়া খারুপাতালিয়া এলাকায়। এই মৃত্যু কে ঘিরে রহস্য দেখা দিয়েছে। কীভাবে মৃত্যু হল তা নিয়ে পরিবার ধোঁয়াশায়। ঘটনার খবর পেয়ে বারুইপুর থানার পুলিশ এলাকায় গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, নীলমণিবাবু পেশায় মাছ বিক্রেতা। এদিন সকালে তাঁদের এক আত্মীয় ভ্যান নিয়ে রাস্তায় যাওয়ার সময় পানাপুকুরে দেহ ভাসতে দেখে। খবর দেওয়া হয় বারুইপুর থানায়। দাদা মণীকান্ত মণ্ডল বলেন, রবিবার পাড়ার কালীপুজো বিসর্জনকে ঘিরে মদ্যপানের আসর বসেছিল। সেই আসরে ভাই ছিল। তারপর রাত ১২ টার পর পাড়ার এক ছেলের সঙ্গে কোথাও যেতে দেখেছিল আমার এক বোন। তারপর থেকে আর বাড়ি ফেরেনি। সোমবার থানায় নিখোঁজের অভিযোগও করা হয়। তিনি বলেন, নীলমণিবাবুর কোনও শত্রু ছিল না। মনে হয়, ওই দিন রাতে কোনও ঝামেলা হয়েছিল। তারই জেরে কেউ মেরে ফেলতে পারে। প্রতিবেশীরা বলেন, দেহে আঘাতের চিহ্ন আছে। পরিবারে জমি ঘটিত কিছু সমস্যাও ছিল। তবে কি কারণে এই ঘটনা তা বলতে পারবো না। বারুইপুর পুলিশ জেলার এক আধিকারিক বলেন, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান মদ্যপান করে বেসামাল হয়ে পুকুরের জলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পরই আসল কারণ জানা যাবে।

ফের আগুন লাগল দক্ষিণ বারাশতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : শীত পড়তেই আগুন লাগার ঘটনা বেড়ে চলেছে। আবার আগুন লাগার ঘটনা ঘটলো জয়নগরে। এখন পুজোর উৎসব চলছে। শনিবার ছিল ভাইফোঁটার বাজার। মিষ্টির প্রচুর চাহিদা এদিন। আর এদিনই মিষ্টি তৈরির কারখানায় আগুন লাগার ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বেলায় জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত বাজারের লোকনাথ সুইটসের মিষ্টি তৈরির কারখানায়। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ ফেটে গিয়ে এই আগুন লেগেছে।এদিন আগুন লাগার সাথে সাথে স্থানীয় ব্যবসায়ী ও স্থানীয় মানুষেরা জল দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন এবং জয়নগর মজিলপুর দমকল কেন্দ্রে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিনের আধ ঘন্টার চেষ্টায় শেষ মেষ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতি সামান্য হলেও হতাহতের কোনো খবর নেই।

অবৈধ মাছের ভেড়ি শেষ করে দিচ্ছে সুন্দরবনকে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুন্দরবন : বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটি হলো সুন্দরবন। কিন্তু এক শ্রেণীর অসাধু মানুষের জন্য আজ সুন্দরবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং শহর। এই শহরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়। লর্ড ক্যানিংয়ের নামাঙ্কিত এই শহর। এই শহরের প্রধান জলের উৎস মাতলা নদী। মূলত বিদ্যাধরী, করতোয়া এবং আঠারোবাঁকি এই তিন নদীর মিলিত হয়েই মাতলা নদীর সৃষ্টি। দিনের পর দিন এখানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পলি পড়ে নদীখাত অগভীর হয়ে পড়েছে। ফলে জলের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সুন্দরবনের বিখ্যাত ম্যানগ্রোভ অরণ্য। পাশাপাশি মাতলা নদীর খাতের ওপরে অবৈধ মাছের ভেড়িও প্রবল ক্ষতি করছে এই ম্যানগ্রোভের। নদীর বাঁধ কেটে নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়িতে চলছে অবৈধ মাছের চাষ। ম্যানগ্রোভের জঙ্গল ধ্বংস করে নদী খাতেই গড়ে উঠেছে অবৈধ ঘরবাড়ি। এলাকা জবর দখল করে চলছে দোকানপাট।

অভিযোগ এক শ্রেণীর অসাধু নেতাদের মদতে চলছে এই কাজ। ফলে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা ওই নেতাদের পকেটে ঢুকলেও পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে। ক্যানিং এসডিও অফিস, ক্যানিং–১ বিডিও অফিস, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অফিস থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে চলছে এসব কাজ। অভিযোগ সব জেনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন বিভাগীয় দফতরগুলি। এ বিষয়ে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। মাতলা নদীর সংলগ্ন এলাকায় মাছের ভেড়ি গুলির মধ্যে তৈরি হয়েছে ছোট ছোট ঘর। স্থানীয় মানুষদের অভিযোগ, এই ঘর গুলিতে অসামাজিক কার্যকলাপ চলতে থাকে। বেশ কয়েক বছর আগে মাতলা–২ অঞ্চলের রাজারলাট গ্রামের এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী মাতলা নদীর পাড়ের এক ভেড়িতে গণ ধর্ষণের শিকার হয়। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে ঘটনায় ৩ যুবককে গ্রেফতার করে সেই সময়। অবৈধ ভেড়ি ঘিরে অসামাজিক কার্যকলাপে চিন্তিত ক্যানিংয়ের মানুষ অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

এপিডিআরের পথসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার পথে নেমে আন্দোলনে এপিডিআরের সদস্যরা। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির হুগলির শেওড়াফুলিতে ২৮ তম রাজ্য সম্মেলনের অনুমতি বাতিলের প্রতিবাদে শনিবার বিকালে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এপিডিআরের গোচরণ–দঃবারাশত শাখার উদ্যোগে। জয়নগর থানার সরবেড়িয়া বাজারে হওয়া এই পথসভায় উপস্থিত ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের অন্যতম মুখ রঞ্জিত শূর,এপিডিআরের জেলা সম্পাদক আলতাফ আহমেদ সহ আরো অনেকে। স্থানীয় কুলপি রোড সংস্কার এবং নিয়মিত বাস চালুর দাবিও জানানো হয় এদিনের এই সভা থেকে। দীর্ঘ প্রায় দু বছর ধরে কুলপি রোডের বেহাল দশা। বহু মুমূর্ষু রোগী কলকাতায় যাওয়ার পথেই মারা যান এই বেহাল রাস্তার কারণে।এই রাস্তা তাই দ্রুত সংস্কার করার দাবি জানানো হয় এদিন। প্রতিদিন সাধারণ মানুষকে নিত্য হয়রানির মধ্যে দিয়ে কলকাতায় কাজে যেতে হয়।অন্য দিকে লোকাল ট্রেন চালু হলেও সকালের লক্ষ্মীকান্তপুর– বারুইপুর লোকাল ট্রেন বাতিল থাকায় বহু মানুষকে নিত্য হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। অবিলম্বে বন্ধ ট্রেন চালুর দাবি ও কুলপি রোডে সরকারি বাস চালুর দাবি জানানো হয় এদিন।

মৎস্যজীবীদের পাশে মৎস্যবিজ্ঞানীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুন্দরবন : সাগরের মৎস্যজীবীদের সহায়তা করতে আবার সাগরে এলেন সিফ্রি। বুধবার বেলায় সাগরের জীবনতলা ও কৃষ্ণনগর গ্রামে গিয়ে পৌঁছলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রীয় অন্তস্থলীয় মৎস্য সংস্থা তথা সিফ্রির বৈজ্ঞানিকদের একটি বিশেষ দল। অতি সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া একের পর এক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সাগর এলাকার মৎস্যজীবীদের যে দুর্দশা তৈরি হয়েছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তাদের সঙ্ঘবদ্ধ রাখতে ও উপার্জনের পথ দেখাতে এদিন মৎস্যজীবীদের সাথে কথা বলেন তাঁরা। এদিন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃ বিকে দাস তপশিলি

জাতি সম্প্রদায় ভুক্ত ৩৫০ জন মৎস্যজীবীর হাতে মাছের খাবার, মাছের চারা ও চুন তুলে দেন।এ দিন সংস্থার ডিরেক্টর ডঃবি কে দাস বলেন, আগামী দিনেও সিফ্রি একইভাবে এই এলাকার মৎস্যজীবীদের পাশে থাকবে এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা করবে। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রাজের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, এই উদ্যোগের সাথে সব সময় তিনি থাকবেন এবং সব ধরনের সহায়তা করবেন।এদিন সাগরের জীবনতলা তে ২০০ জন ও কৃষ্ণনগর এলাকাতে ১৫০ জন মৎস্যজীবীর হাতে মাছের চারা,খাবার ও চুন তুলে দেওয়া হয়। আর এগুলো পেয়ে খুশি এই এলাকার মৎস্যজীবীরা।

আচমকা জলমগ্ন জয়নগর স্টেশন বাজার, সমস্যায় ট্রেনযাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: দীর্ঘ দিন ধরে বেহাল দক্ষিণ বারাশত –জয়নগর কুলপি রোড। কিছু দিন আগে এই রাস্তা সংস্কারে হাত দেয় পূর্ত দপ্তর। তবে ধীর গতিতে এই কাজ হবার ফলে দুর্ভোগে সাধারণ মানুষ। কুলপি রোডের জয়নগরের রাস্তার পাশে ড্রেনেজের কাজ করার সময় জয়নগর স্টেশন মোড়ে পুরসভার পানীয়জলের প্রধান পাইপ ফেটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জলমগ্ন হয়ে পড়ল এলাকা। আর তাতে সমস্যায় পড়লো ট্রেন যাত্রী থেকে শুরু করে পথচারী, বাস,অটো,টোটো সহ অন্যান্য গাড়ির যাত্রীরা। আর এর ফলে

এদিনের স্টেশন বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা সমস্যায় পড়ে। এ ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবসায়ী, ভ্যান চালকরা পূর্ত দপ্তরের উদাসীনতার অভিযোগ তুললেন। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারপার্সন সুকুমার হালদার বলেন, পূর্ত দপ্তরের উদাসীন কাজের জন্য এই এলাকা জলমগ্ন হয়েছে। আমরা পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে যোগাযোগ করেছিলাম। কিন্তু তাদের থেকে সেভাবে কোনো সদুত্তর না পাওয়ায় আমরা পুরসভার পক্ষ থেকে জলের পাইপ মেরামত করে দিচ্ছি।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শীতের শুরুতেই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটো নাগাদ এগারো জনের একটি পর্যটক দল সুন্দরবন ভ্রমণ করছিলেন দোঁবাকি জঙ্গল এলাকায়। পর্যটকদের দাবি দোঁবাকি থেকে পর্যটক দলটি পাখিরায়লয় এর দিকে ফিরছিলেন। সেই সময় পীরখালি জঙ্গল থেকে একটি বাঘ বেরিয়ে আসে। নদীতে সাঁতার দিয়ে দোঁবাকি জঙ্গলের দ্বীপে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। স্বচক্ষে সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখে আনন্দিত ইউরেখা বোট এর ১১ জনের পর্যটক দলটি। উল্লেখ্য দেশ–বিদেশের অনেক পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন নদী বেষ্টিত লোনা জলের নদী, খাঁড়ি, বাদাবন ও সুন্দরবন তথা বিশ্বের বৃহৎ এবং হিংস্র দক্ষিণ রায়ের দর্শন করতে। কিন্তু প্রবাদে আছে বাঘের দেখা আর সাপের লেখা। অতএব ভাগ্যে না থাকলে এসব হয় না। গত বেশ কয়েক বছর সুন্দরবনে পর্যটকদের ভিড় তুলনা মূলক ভাবে সংখ্যায় কম। তার একটাই কারণ বেশির ভাগ পর্যটকরা বাঘ দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যায়। যাতে করে পর্যটকরা বিমর্ষ হয়ে না পড়ে তার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গত কয়েক বছর আগে ঝড়খালীতে একটি বাঘের উদ্যান করা হয়েছে। এই ঝড়খালীতে মূলত সুন্দরবন জঙ্গল থেকে লোকালয়ে আসা আহত কিংবা বৃদ্ধ বাঘেদের আশ্রয় কেন্দ্র। এখানে বাঘেদের

চিকিৎসা যেমন চলে তেমনই পর্যটকরা ও স্বচক্ষে দর্শন করতে পারেন প্রকৃত সুন্দরবনে দক্ষিণ রায়ের স্বভাব, চালচলন। এক কথায় দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। এছাড়াও লকডাউন আর করোনার তান্ডবে বিগত প্রায় দুবছর যাবত জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি ছিল না পর্যটকদের। গত ১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য সরকারি ভাবে ছাড়পত্র মিলেছে। পাশাপাশি চলতি শীতের মরশুম শুরুর প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত জঙ্গল লাগোয়ায় এলাকা যে ভাবে দীর্ঘক্ষণ দক্ষিণ রায়ের দেখা গেছে, তাতে করে যেকোনও প্রান্তের ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক বাড়িতে বসে থাকতে পারবেন না। শীত থাকবে প্রায় ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে আশা করা যায় আরো অনেকবার প্রকাশ্যে দক্ষিণরায় অর্থাৎ বিশ্বের হিংস্রতম সুন্দরবনের বয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে দেখা যাবে। গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং ট্যুর অপারেটরদের সাথে কথা বলে জানা গেছে জঙ্গলে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলতেই ভ্রমণ পিপাসু পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য বুকিং শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে দেশ–বিদেশের পর্যটকরা যত তাড়াতাড়ি সুন্দরবন ভ্রমণ করে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দর্শন পেতে পারেন তার জন্য ট্যুর অপারেটরদের সাথে ঘনঘন যোগাযোগ করছেন। ট্যুর অপারেটর নিউটন সরকার জানান, অন্যান্য বছর অফিসে বসে আমাদের মাছি তাড়াতে হতো। তারপর করোনা আর লকডাউন আমাদের পথে বসিয়ে দিয়েছে। ১ অক্টোবর থেকে ছাড়পত্র মিলতেই আশার আলো দেখছি। আশাকরি প্রচুর সংখ্যক পর্যটকরা সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আসবেন। তাছাড়া ভ্রমণার্থীদের সুবিধা মতো খরচ অনেক কমিয়ে লস করে ট্যুর করতে বাধ্য হতে হতো। কিন্তু চলতি বছর শীতের শুরুতেই বাঘ দেখতে পাওয়ায় পর্যটকদের বিশাল ভাবে আগ্রহ বেড়েছে।'

উল্লেখ্য, অন্যান্য ট্যুর অপারেটরদের দাবি আশা করা যায় দীর্ঘদিন জঙ্গল বন্ধ থাকায় অন্যান্য বছরের তুলনায় চলতি বছর পর্যটক ব্যবসায় ল্যাভের মুখ দেখতে পাবেন তাঁরা।

বারাসত ল' ক্লার্কস–এর কোভিড সচেতনতা

কল্যাণ রায়চৌধুরী : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত জেলা আদালত চত্বরে দীপাবলী উৎসব উপলক্ষ্যে ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোভিড সচেতনতা কর্মসূচি পালিত হল। এদিনের কর্মসূচিতে শামিল ছিলেন বারাসত জেলা আদালতের সমস্ত ল' ক্লার্কগণ। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় মানুষ সহ আদালতে আসা সকল সাধারণ মানুষকে দীপাবলীতে করোনা মহামারির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের বার্তা প্রদান করা হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ল' ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পবিত্র দাস বলেন, 'করোনা মহামারি আজ আমাদের সমাজকে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত করছে। আমরা দেখছি যে সমাজের একটা অংশ এ বিষয়ে এখনও অসচেতন। তারা এখনও মাস্ক, স্যানিটাইজার ব্যবহার করছেন না। রাত পোহালেই দীপাবলী উৎসব। এ কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার বার্তা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। এই উপলক্ষ্যে বারাসত মহকুমা ল' ক্লার্কস–এর পক্ষ থেকে ৫০০ মাস্ক ও ৫০০ বোতল স্যানিটাইজার প্রদান করা হয়।' ল'ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি শঙ্কর সরকার বলেন, 'শুধু বারাসত বা উত্তর চব্বিশ পরগনা নয়, রাজ্যের প্রতিটি আদালত বিচারপ্রার্থী ও তাদের পরিবারের লোকজনের ভিড়। এই কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যের সবকটি আদালতেই আমরা কোভিড সচেতনতার বার্তা পৌঁছাতে চাই। এমনটা হলে বারাসত মহকুমার এই উদ্যোগ সার্থক হবে।'

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৮ নভেম্বর আলিপুরে এ বছরের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান প্রদান করা হল। বিশ্বব্যাপী বিশ্ববাংলার সেরা পুজোর স্বীকৃতি বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা শেখ, জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন, বিধায়ক বিভাস সরদার, অতিরিক্ত জেলাশাসক শঙ্খ সাঁতরা (উন্নয়ন) প্রমুখ।

শারদ সম্মানের বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়। সেরা পুজোর সম্মান পায়– পদ্মপুকুর ইউথ ক্লাব, উকিলপাড়া ভাই ভাই সংঘ, পুরাতন বাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, রায়নগর রেলওয়ে গেট নেতাজি সংঘ, মিঠাখালী সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, ডি এন ঘোষ রোড দুর্গোৎসব কমিটি।

সেরা প্রতিমার সম্মান পায় এলাচি রামচন্দ্রপুর মিলন সংঘ, নাইয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, বিষ্ণুপুর পুজো সংঘ, বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব সেরা মণ্ডপের সম্মান পায় বেলসিংহা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি, অমৃতায়ন সংঘ, বারুইপুর সাহা পাড়া ৭/৮ নং পল্লি, গৌরাঙ্গতলা অগ্রণী সংঘ অ্যান্ড লাইব্রেরি, বাটানগর নিউল্যান্ড পুজো কমিটি, উদয়রামপুর রিক্রিয়েশন ক্লাব।

সেরা কোভিড স্বাস্থ্যবিধির সম্মান পায় সায়ক গোষ্ঠী দুর্গা পুজো কমিটি, বারুইপুর ফুলতলা দুর্গোৎসব, বিধাননগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবং নোদাখালী দুর্গা পুজো কমিটি।

সেরার সেরা পুরস্কার

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং ঃ চলতি বছর দুর্গোৎসবের দিনগুলি কঠোর ভাবে কোভিডবিধি মেনেই পুজো পর্ব পরিচালনা করেছিলেন ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের মিঠাখালি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি।

পুজো চলাকালীন বিভিন্ন সংস্থার বিচারের জেলার মধ্যে সেরার সেরা নির্বাচিত হয়ে অসংখ্য পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছিল এই দুর্গোৎসব কমিটি।

এবার সেই মুকুটে আবারও ঐতিহ্যের একটি পালক যুক্ত হল।মিঠাখালি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি জেলার মধ্যে পুজো প্যান্ডেলে সেরা মনোরম পরিবেশ এবং সমস্ত সুরক্ষা বিধি মেনে পুজো মণ্ডপ পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বুধবার ৫০ হাজার টাকা এবং ট্রফি প্রদান করা হয়।রাজ্য সরকারের তরফে এমন পুরস্কার পেয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মিঠাখালি সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি উত্তম দাস ও সম্পাদক তথা ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক পরেশরাম দাস।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৩ নভেম্বর – ১৯ নভেম্বর, ২০২১

মা অন্নপূর্ণার প্রত্যাবর্তন

প্রায় ১০০ বছর আগে ভারতবর্ষ থেকে চোরাপথে মা অন্নপূর্ণার প্রস্তর বিগ্রহ পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর কানাডায়। ভারতবর্ষ থেকে এমন বহু মূল্যবান দেবদেবীর মূর্তি বিদেশে চলে যাওয়ার ঘটনা নতুন নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পররাষ্ট্র নীতি ও সৌজন্য সফরের ফলে বিদেশ থেকে ১০০-র ওপরে ভারত থেকে চুরি যাওয়া নানা সামগ্রী এদেশে ফিরে আসছে। মা অন্নপূর্ণার বিগ্রহ দিল্লি বিমান বন্দরে অবতরণের পরেই রাজকীয় অভ্যর্থনায় বেনারসে আনার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থভূমি হয়ে মা অন্নপূর্ণার অভিষেক শেষে অবস্থান হবে বেনারসের ঐতিহ্যবাহী অন্নপূর্ণা মন্দিরে।

উল্লেখ্য, বেনারসকে বলা হয় পাঁচ হাজার বছরের জীবিত নগরী। নানা ইতিহাস ঐতিহ্য আর অলৌকিকতার আশ্চর্য সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই নগরী প্রতি সাধারণ মানুষের আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। যুগে যুগে নানা সাধু সন্ত যেমন পবিত্র করেছেন এই ভূমিকে তেমনি সশস্ত্র সংগ্রাম ও ভারতের মুক্তি আন্দোলনে বেনারস উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্র এই বেনারস। বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই বেনারসে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা কম নয়। বেনারসী শাড়ি কিংবা বেনারসের পান যে জনপ্রিয়তা রয়ে গেছে এতো কাল তা সেই ঘনিষ্ঠতা সূত্রেই।

বেনারস নগরীটি বিশ্বনাথ মন্দিরের পাশাপাশি দশাশ্বমেধ ঘাট, হরিশচন্দ্র ঘাট, মনিকর্ণিকা ঘাট সাহিত্য সংস্কৃতি এবং বাংলা সিনেমায় বিশেষ স্থান নিয়েছে। পর্যটনের নানা উপাদানে সমৃদ্ধ বেনারস কিন্তু সঠিক সংস্কারের অভাবে অনেকটাই অপরিচ্ছন্ন হিসাবে চিহ্নিত ছিল। জ্ঞানব্যাপী মসজিদ ও বিশ্বনাথ মন্দির পাশাপাশি অবস্থান করায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বরাবরই বিরাজ করেছে। বলা হয় জ্ঞানব্যাপী মসজিদটি নির্মাণ হয়েছিল মন্দিরের অংশ থেকেই। সে নিয়ে আইন আদালত ভাবনা চিন্তা করলেও এখানে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নানা নিদর্শন সংস্কৃতিগত ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

শোনা যায় বাংলার রাণী রাসমণি বেনারসে মা অন্নপূর্ণার দর্শন পেতে যখন নৌকা যাত্রা করেছিলেন তখনই স্বপ্নাদেশ পান দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার। বেনারস নগরী যা ইতিহাসের পাতায় কাশী নামে পরিচিত। কাশীবাসী হবার যে মানসিকতা একসময় প্রবল ছিল তার অন্যতম কারণ বেনারসের বাবা বিশ্বনাথ মন্দির ও সংলগ্ন সোনার মা অন্নপূর্ণা। রাজনৈতিক নানা টানাপোড়েনে নিরাপত্তার কারণে মন্দির নগরী কাশীভূমিকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ প্রবল। গঙ্গার ঘাটে প্রতি সন্ধ্যায় গঙ্গার আরতি বেনারসের অন্যতম আকর্ষণ। বেনারসের ওই গঙ্গা বন্দনাই সাম্প্রতিককালে কলকাতা হাওড়ার গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে। তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা কিংবা দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণদেব প্রত্যেকেই কিছুদিনের জন্য অন্যতম প্রাচীন এই নগরীতে অবস্থান করেছিলেন।

ইতিহাসের শিক্ষা ব্রিটিশ আমলে স্বর্ণখচিত, রত্নখচিত নানা সামগ্রীর ভারতবর্ষ থেকে লুটপাট করা হয়েছিল। কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির এর ব্যতিক্রম নয়। আজও মন্দির গাত্রে পঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংজীর প্রদত্ত স্বর্ণ কলস দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মূল্যবান শিল্প সামগ্রীর কোষ্ঠীপাথরের নানা মূর্তি বিদেশে চোরা কারবারীদের হাত ধরে পাচার হয়েছে বলে জানা যায়। ময়ূর সিংহাসন থেকে কোহিনূর, পাল ও গুপ্ত যুগের নানা ঐতিহাসিক সামগ্রী বিশেষ করে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বিদেশে চলে গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক এই সফল উদ্যোগ অবশ্যই প্রশংসনীয়। ফেরানোর চেষ্টা হোক বাকী সামগ্রীগুলিও।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র চোদ্দ

সম্ভূতিং চ বিনাশং চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ
বিনাশের মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।।১৪।।

অনুবাদ

পরমপুরুষ ভগবান, তাঁর অপ্রাকৃত নাম এবং অস্থায়ী দেবতাকুল, মানুষ এবং পশুকুল সহ অনিত্য সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে জানা উচিত। কেউ যখন এই সম্বন্ধে জানেন, তিনি তখন মৃত্যু ও ক্ষণস্থায়ী জড় জগৎ অতিক্রম করেন এবং সনাতন ভগবৎ-ধামে তিনি তাঁর সচ্চিদানন্দময় জীবন উপভোগ করেন।

তাৎপর্য

তা হলে চিন্ময় গ্রহলোকে প্রবেশ করার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশরূপে এই সমস্ত গ্রহলোকের প্রত্যেকটিতে প্রভুত্ব করেন।

কেউ শ্রীকৃষ্ণের ওপর আধিপত্য করতে পারে না। বদ্ধ জীব জড়া প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব করতে চেষ্টা করে এবং পরিণামে সে জড়া প্রকৃতির নিয়মের এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখকষ্টের অধীন হয়ে পড়ে। ধর্ম পুনঃস্থাপনের জন্য ভগবান এখানে আসেন এবং তাঁর প্রতি শরণাগতির আন্তরিক প্রয়াস বর্ধিত করাই মূল নীতি। ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) এটি হচ্ছে ভগবানের অন্তিম নির্দেশ, কিন্তু মূর্খ লোকেরা সুকৌশলে এই মূল শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করে সাধারণ লোকদের বিপথে চালিত করছে। হাসপাতাল খোলার জন্য জনগণকে অনুপ্রেণা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভগবদ্ভজন দ্বারা চিন্ময় জগতে প্রবেশ লাভের শিক্ষা তাঁদের দেওয়া হয়নি। জীবের প্রকৃত হওয়ার জন্যই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতির বিধ্বংসী শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা নানা জনসেবামূলক ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান চালু করে।

ফেসবুক বার্তা

মধু তিন হাজার বছরেরও বেশি সময় ভালো থাকতে পারে। কারণ, মৌমাছিদের পাকস্থলীর এনজাইম গ্লুকোজ অক্সিডেজ এবং সংগ্রহ করা নির্যাস মিশে তৈরি হয় গ্লুকোনিক অ্যাসিড এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড। এই দুই রাসায়নিক পদার্থের জন্যেই মধুতে বাস করতে পারে না কোনও ব্যাকটেরিয়া। তাই মধু খারাপ হয়ে যায় না।

পেট্রোপণ্যের গগনচুম্বী মূল্য নিয়ে জনস্বার্থ মামলা হোক

নির্মল গোস্বামী

ধরুন জনস্বার্থে শীর্ষ আদালত মামলাটি গ্রহণ করেছে এবং আমি সেই মামলার শুনানিতে অংশগ্রহণ করেছি

মাননীয় ধর্মাবতার আজকের পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জনস্বার্থের মামলা গ্রহণ করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট ভারতের ১২৫ কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে ভারতের মহান গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলে ধরল।

মাননীয় ধর্মাবর্তার আমরা জানি যে, সরকার চলে জনগণের করের টাকায়। আর সরকার তার রাজস্ব আদায় করে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে। দেশের জনগণ প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে সরকারকে কর দেয়। সুতরাং পণ্যের উপর কর বসানো সরকারের যেমন কর্তব্য তেমনি জনসাধারণের কর দেওয়াটাও পবিত্র কর্তব্য। সরকার কর চাপিয়েছে এই অজুহাতে জনসাধারণ আন্দোলন করতে পারে। কিন্তু তাই নিয়ে আদালতের দরজার কড়া নাড়াটা বোধহয় আইনসঙ্গত নয় এবং সমীচীনও নয়। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির বিভিন্ন অসংবিধানিক কাজের জন্য প্রায়শই সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। যা একান্তই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত তাতেও হামেশাই ন্যায়ালয়কে পরামর্শ দিতে হয়। পেট্রোপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অমানবিক উদাসীনতাই দায়ী যা সংবেদনশীল সরকারের কর্তব্য নয়। তাই সরকারের ঘুম ভাঙাতে মহামান্য ন্যায়ালয়ের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি ন্যায় বিচারের আশায়। ধর্মাবতার আগেকার যুগে রাজা বা জমিদারগণ প্রজাদের থেকে খাজনা আদায় করত চাবুক মেরে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে কিন্তু ২০২১ সালে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সরকারের পক্ষে তদ্রুপ করাটা অসংবিধানিক। ধর্মাবতার পেট্রোপণ্যের উপর সরকার যে পরিমাণ কর চাপাচ্ছে তা ওই চাবুক মারার সামিল। কারণ অন্যান্য পণ্য যে কেনে তাকেই বাড়তি কর দিতে হয়। যদি কাপড়, টিভি, ফ্রিজ, গাড়ি, মোবাইল, এই সব পণ্যের উপর সরকার কর চাপায়, তাহলে যে কেনে তার উপর প্রভাব পড়ে। কিন্তু পেট্রোপণ্য যারা কেনে না তাকেও বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে। অথচ তার ইনকাম বাড়ছে না। ধর্মাবতার জমিদার চাবুক মারলে একদিন মার খেত আর এক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন মূল্যবৃদ্ধির কশাঘাত খেতে হচ্ছে। ধর্মাবতার পৃথিবীর কোনও দেশের সরকারই কোনও পণ্যের উপর ১০০% বেশি কর বসায় না। শুধুমাত্র ভারত সরকারই এই নজির স্থাপন করেছে। শুধু যে পেট্রোপণ্যের উপর ১০০% কর আদায় করছে তা নয়, যেহেতু সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে এবং ওই সমস্ত পণ্যের উপর সরকার শতাংশের বিচারে জিএসটি নেয় তাই তা থেকেও সরকারের আয়বৃদ্ধি হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে গাছেরও খাচ্ছে তলারও কুড়ুচ্ছে।

ধর্মাবতার এই প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, শেক্সপিয়রের গল্পে সাইলক এন্টোনিওর শরীর থেকে এক পাউন্ড মাংস কাটতে চেয়েছিল কিন্তু রক্তপাত হবার কোনও চুক্তি না থাকার জন্য সাইলক তা কাটতে পারেনি। ভারত সরকার ব্যাপারটাও এইরকম। ২০০৯ সাল পর্যন্ত পেট্রোপণ্যের দাম বাড়ত কেন্দ্রীয় বাজেটের সময়। রাজ্য সরকার রাজ্য বাজেটে সেস বসাত। তখন বছরে একবার ১ টাকা কি ২ টাকা লিটার বাড়ত। তাতেই দেশে আন্দোলন ধর্মঘট হতো। মানুষ প্রতিবাদ করত। বছরে ১ বার বাড়ালে বাজেট পর্যন্ত একটা সমতা থাকত। ২০১৪ জুলাই থেকে পেট্রোপণ্যের বাজারী স্বাধীনতা দেওয়ার পর থেকে দিন দিন দাম বাড়ছে। ১০, ২০, ২৫, ২৭, ৩০, ৪০ পয়সা করে। এর ফল হচ্ছে ২০/৩০ পয়সা বাড়লে মানুষ মাথা ঘামায় না। বর্তমান বাজার মূল্যে ২০ পয়সা একটা বিড়ি বড়জোর পাওয়া যায়। কিন্তু মাসে দেখা গেল ২-৩ টাকা বেড়ে গেছে। তখন আর কিছুই করার নেই। এই যে প্রতিদিন রক্তক্ষরণ হচ্ছে তখন মানুষ বুঝতে পারছে না বা স্বাভাবিক কারণেই গা করছে না। এটা সরকারের এক দুরভিসন্ধি। কারণ তেল কোম্পানিগুলো প্রতিদিন তেল

কেনে না। তারা মাসে একবার কি দুবার টেন্ডারে তেল কেনে। যদি বাড়তে হয় তাহলে মাসে একবার বাড়ুক। কিন্তু তাতে মাসে ২/৩ টাকা বাড়াতে গেলে জনগণ ক্ষেপে যাবে। তাই এটা সরকারের একটা সুচতুর গেম প্ল্যান।

ধর্মাবতার সরকারের কাজ হল এমন ভাবে কর অর্থনীতি পরিচালনা করা যাতে বাজারে পণ্যমূল্যের একটা স্থিরতা বজায় থাকে। যা আমাদের আগেকার সরকার করত। এখন প্রতি দিন মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাজারে অস্থিরতা তৈরি হচ্ছে। একদিকে মহামারীতে কোটি কোটি শ্রমিক মজুর কর্মচ্যুত দেশে কোটি কোটি বেকার, মানুষের রুটিরুজিতে টান পড়ছে ঠিক সেই সময় এক বছরে প্রায় ২৪ টাকা পেট্রোলে এবং ১৬ টাকা ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি কোনও সংবেদশীল সরকারের কী উচিত কাজ? ধর্মাবতার এরা আন্তর্জাতিক বাজারের মূল্য বৃদ্ধির অজুহাত দিচ্ছে। তাই যদি হবে তাহলে আন্তর্জাতিক বাজারে একসময় ৩০ ডলার প্রতি ব্যারেলের দাম পড়েছিল। তখন তো বাজারে ৮০ টাকা লিটার পেট্রোল কিনতে হয়েছে কেন? আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমলে কমবে না অথচ বাড়লে বাড়বে এ কী গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে? ধর্মাবতার কোন দলের সরকার সেটা কোনও কথা নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে যখন তেলের দাম ১০১ ডলার প্রতি ব্যারেল, তখন একটা ভারত সরকার দেশে ৭৬ টাকা লিটার দরে পেট্রোল বিক্রি করেছে। অথচ আজ আর একটা সেই ভারত সরকার যখন আন্তর্জাতিক বাজারে ৭৬ ডলার তেলের মূল ব্যারেল প্রতি তখন ভারতের বাজারে ১০৪ টাকা লিটার পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে। এর কি সদুত্তর হতে পারে ধর্মাবতার তা আমার মাথায় ঢোকে না। মাননীয় ধর্মাবতার এক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলির প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখা যাচ্ছে ২০২১-এর ১৮ ফেব্রুয়ারি পেট্রোলের দাম যথাক্রমে লিটার প্রতি পাকিস্তানে ৫১.৪৪, শ্রীলঙ্কায় ৬০.২৬টা, বাংলাদেশে ৭৬.৪১টা, নেপাল ৬৮.৯৮ এবং ভূটানে ৪৯.৫৬টা। ধর্মাবতার এই দেশগুলির কোনটা পেট্রোলিয়াম উৎপাদনে স্বনির্ভর নয়। প্রত্যেকেই আমদানির উপর নির্ভরশীল। এরা যদি এই দামে পেট্রোল দিতে পারে ভারত কেন পারবে না? মি লর্ড একটা রাজ্য সরকার মেয়েদের হাত খরচা বাবদ বাজেটে দশ হাজার কোটি টাকা খরচ করছে। অথচ পেট্রোলের উপর সেস কমাচ্ছে না। প্রশ্ন হল সরকারের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকলে তবেই তো দান খয়রাতি করবে! দেশের সমস্ত সরকারই এখন দান খয়রাতির মাধ্যমে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ধর্মাবতার তেলের দাম কম হলে মানুষ নিজস্ব গাড়ি কিনবে। নতুন গাড়ি মানেই একজন ড্রাইভারের কর্মসংস্থান। গাড়ি বাড়লে সরকারের রোড ট্যাক্স বাড়বে। গ্যারেজে মেকানিক্সদের কাজ আসবে। পরিপূরক শিল্পের বিকাশ ঘটবে। গাড়ির দাম অনুযায়ী ৫০ হাজার থেকে লাখের বেশি টাকা ভ্যাট আসবে সরকারের ঘরে। ধর্মাবতার এটা পরিষ্কার যে পেট্রোপণ্যের দাম কমালে শিল্পের বিকাশ হবে। কর্মসংস্থান হবে। বাজার মূল্য কমবে।

ধর্মাবতার একটা সরকার দেশের সব পণ্যকে জিএসটির আওতায় আনল। তাহলে কেন পেট্রোপণ্যকে আনল না? তার মানে তারা জানে যখন ইচ্ছা হবে তখনই কর চাপাবে। তাই ইচ্ছাকৃত ভাবে পেট্রোপণ্যকে জিএসটির আওতায় তারা আনে নি। জনকল্যাণ মূলক রাষ্ট্রে এটা কি নির্ধারণ করা যায় না যে কোনও পণ্যের উপর একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি কর আদায় করতে পারবে না। তা সে যে নামেই হোক। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ১৮% বেশি জিএসটি নেই। কিন্তু আমাদের দেশে সর্বোচ্চ জিএসটি হার হল ৩৮%। এটাই সর্ব্বোচ্চ করের সীমা হোক। ধর্মাবতার পরিশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই যে এই মহামারী মোকাবিলার মাঝেও সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা শিল্পকর মুকুব করেছে। কয়েক হাজার কোটি টাকা শিল্পপতিদের অনাদায়ী ব্যাঙ্ক ঋণ মুকুব করেছে। তাহলে প্যান্ডামিক মোকাবিলার জন্য পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটাতে সরকার বাধ্য হচ্ছে এই যুক্তি খাটে কি?

ধর্মাবতার সরকার পেট্রোপণ্যের জিএসটির আওতায় আসুক অথবা ভর্তুকি দিয়ে পেট্রোপণ্যের দাম কমাক (ডিজেল ৬০ টাকা ও পেট্রোল ৭০ টাকা) ১২৫ কোটি জনগণের স্বার্থে এটাই আপনার কাছে আমার বিনীত নিবেদন। ধন্যবাদ।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলা প্রসঙ্গে

রসিক গৌরাঙ্গ দাস

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার দুইশত উনচল্লিশ বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশেষ সংখ্যাতত্ত্বের (পশ্চাৎগণনানুসারে) শ্রীধাম বৃন্দাবনের ধীরসমীরে, যমুনা তীরে বংশীবটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজগোপাঙ্গনাদের সঙ্গে অপ্রাকৃত রাসলীলাবিলাস করেছিলেন। শারদীয়া পূর্ণিমার রাতে এই রাস নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই রাতে সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি অপরূপসাজে সুজ্জিত হয়েছিল। পূর্ণ চন্দ্রের স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে গগণমণ্ডল উদ্ভাসিত। বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি, পশুপক্ষী উন্মুখ হয়েছিল ভগবানের রাসলীলা দর্শনে। শ্রীকৃষ্ণের নরলীলা সমূহের মধ্যে সর্বোত্তম রাসলীলা। এই রাসনৃত্য ছিল সম্পূর্ণ চিন্ময়। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

শ্রীকৃষ্ণ কেবল আনন্দময় 'আনন্দময়োহভ্যাসাৎ'। বৃন্দাবনে সকলেই আনন্দময়। পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা, জল-স্থল, গাভী, গোবৎস, গোপবালক এবং গোপবালিকারা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে আনন্দময়। শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবেসে তারা পরম আনন্দে মগ্ন।

ভগবানের ভগবত্তার নির্যাস হল মাধুর্য্যরস। যা পূর্ণরূপে প্রকটিত হয়েছে দ্বাপর যুগের শেষে কৃষ্ণলীলায়। শরতের শেষে বিশ্ব প্রকৃতি যেন আনন্দমগ্না। যমুনাপুলিন শরদজ্যোৎস্না দ্বারা বিধৌত। বিশ্বপ্রকৃতির মনোমুগ্ধকর পরিবেশে শরৎ পূর্ণিমার রাতে বংশীবটমূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাদন শুরু করলেন। মন প্রাণ হরণকারী বংশীর ধ্বনি শুনে ব্রজগোপীকারা তাঁদের পতি, পুত্র, গৃহকর্ম, জাতি-কুল-মান সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মহামিলনের জন্য রাসস্থলীতে ছুটে এসেছিলেন। ভগবানের সঙ্গে মিলনের জন্য এইরূপ ব্যাকুলতাই মানুষকে চরম সার্থকতা এনে দেয়। কৃষ্ণানুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠাই ছিলো ব্রজবালাদের একমাত্র সাধনা। শ্রীকৃষ্ণও নৃত্যানুষ্ঠানের উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্র-বিবেচনা করে মল্লিকা, জুই ও অন্যান্য অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত পুষ্প দ্বারা নিজেকে সজ্জিত করেছিলেন। অপ্রাকৃত রাসনৃত্য শুরু হলো। রাসমণ্ডলীতে দুই গোপী তার মধ্যে কৃষ্ণ। যত গোপী তত কৃষ্ণ। রাসরসের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ।

'নাচতঘন নন্দলাল রসবতী করি সঙ্গে।' এই রাসনৃত্যে বিশ্বভুবন নাচে। ফুলের উপর নাচে ভ্রমরভ্রমরী। মেঘের তালে নাচে ময়ূরময়ূরী। কদম্ব শাখায় নাচে শুক-শারী। বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী, জল-স্থল, আকাশ-বাতাস আনন্দে নৃত্য করে গোপী-গোবিন্দের প্রেমের উদ্বেলতায়। এই চির আনন্দ খেলার বিরাম নেই। চলছে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ কে? সকল বিশ্বজীবের অন্তরে যিনি অধ্যক্ষ বা বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষী, সেই পরমাত্মা আজ ক্রীড়ার তরে লীলা বিগ্রহধারী। সকলের অন্তরের অন্তরতম রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজমান। তাঁর কেউ পর নেই। কি পুরুষ, কি নারী, সকলেরই হৃদয় বিহারী। তাঁর এই লীলা আত্মার সঙ্গে আত্মার বিহার। নিজের সঙ্গেই নিজেরই খেলা। এই খেলা বিশ্বজুড়ে প্রতিনিয়ত চলছে। তাঁরই বৈচিত্রময় প্রকাশ রাসলীলা। গোপীদের ব্রতসাধন, দীর্ঘদিনের তপস্যা, হৃদয়ে পুঞ্জীভূত অনুরাগের ফলে তাঁদের অনুগ্রহ করবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ এই রাসলীলা করেন।

বর্তমানে আমরা একবিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ। আত্মসুখের আয়োজনে তৎপর। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে ছোট হয়ে আসা পৃথিবীর মানুষ। সব কিছুই আমাদের হাতের মুঠোয়। আমরা ছুটে চলেছি বিশ্ব বিজয়ে। চলছে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। চাহিদা বেড়ে চলেছে ভোগ্য বস্তুর। ভুলে গেছি আত্মানুসন্ধানের যথার্থতা। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে জানতে চাই শ্রীভগবানের রাসলীলা রহস্য। অথচ মন ছুটে চলে জড় জাগতিক

বিকৃত কদর্য রসের দিকে।

কিন্তু 'এর বাইরেও যে জগৎ আছে তোমরা নিজেরাই জানো না।' জগতের কেউ সুখী নয়। সুরভিত চির বিকাশমান পুষ্পের মতো জীবনের আরেক রূপ যথার্থ বাস্তব জীবন। যা শাশ্বত, জরা-ব্যাধি-মৃত্যুহীন। এই জীবনেই তা লাভ করা সম্ভব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা জড়জাগতিক কাম উপভোগ নয়। আমাদের কাম-কলুষিত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে শুদ্ধ চিত্তে রাসলীলা রহস্য উন্মোচনে প্রয়াসী হতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্রজাঙ্গনারা সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন না। প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে যে, তাঁরা হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির প্রকাশ।

শ্রীধাম বৃন্দাবনে চার শ্রেণীর ব্রজললনাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিল নিত্যসিদ্ধ গোপকন্যারা, যাঁরা ছিলেন শ্রীমতী শ্রীরাধারাণীর কায়ব্যূহ। অন্য শ্রেণী ছিল দেবকন্যারা, যাঁরা নিত্যসিদ্ধদের সঙ্গের ফলে নিত্যসিদ্ধ স্তর লাভ করেছিলেন। অন্য আর এক শ্রেণী ছিল মূর্তিমানশ্রুতিরা, যাঁরা তপস্যা করে গোপকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং তাঁরা ছিল সাধনসিদ্ধ। আর ছিল ঋষিরা, যাঁরা দণ্ডকারণ্যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে দেখে শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন।

ব্রজরামারা যমুনার তীরে একমাস ব্রাপী কাত্যায়নীর ব্রত করেছিলেন। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে লাভ করতে চেয়েছিলেন। ব্রজবালাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যই রাসনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অসংখ্য রূপে বিস্তার করে প্রত্যেক গোপীর সঙ্গে যুগপৎভাবে নৃত্য করেছিলেন। রাসপূর্ণিমার রাতটি ছিল ব্রহ্মরাত। মানুষের চারশত বত্রিশ কোটি বছর। ব্রজগোপিকারা একটু গর্বিত হলে, রাধারাণীকে নিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হয়ে যান।

কৃষ্ণবিরহে গোপাঙ্গনারা প্রেমে উন্মাদগ্রস্থ হয়েছিলেন এবং সারা রাত্রি কৃষ্ণের লীলা অনুসরণ করে অন্বেষণ করেছিলেন। অবশেষে কৃষ্ণ দর্শন দান করে রাসনৃত্যের মাধ্যমে গোপীদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। এইভাবেই ব্রহ্মারও দুর্লভ প্রেম গোপীরা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

ব্রজগোপঙ্গনাদের কৃষ্ণের প্রতি যে আকর্ষণ বা ভালোবাসা, এই আকর্ষণ বা ভালোবাসাই তাঁদের সবকিছু পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভে সহায়তা করেছিল। গভীর প্রেমার্তি না থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না। যতরকমের সাধন-মার্গ আছে, সবেরই মূলকথা প্রেম-গভীর আকর্ষণ। আমাদের মন প্রাণকে কৃষ্ণের সেবার প্রতি, কৃষ্ণের প্রেমের দিকে দিয়ে যাওয়াই আমাদের সাধনা। কামার্ত মানুষ যদি রাসনৃত্য অনুকরণ করার চেষ্টা করে তা হলে রুদ্রকে অনুকরণ করে বিষ পান করার মতোই সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

শ্রদ্ধা সহকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের এই অপ্রাকৃত রাসলীলা শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করবেন, তিনি অচিরেই শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করেন।

ইসকন মায়াপুর মন্দিরে রাস পূর্ণিমা উৎসব

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও শ্রীধাম মায়াপুরে ঐতিহ্যবাহী রাসপূর্ণিমা উৎসব ১৯ নভেম্বর ২০২১ শুক্রবার থেকে ২১ নভেম্বর রবিবার ২০২১ পর্যন্ত এই তিনদিন ব্যাপী মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় রীতি নীতি ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে।

দেশ বিদেশের বিশেষজ্ঞ গণ বিভিন্ন ভাষায় রাস লীলার তাৎপর্য ও মহাত্ম্য আলোচনা করবেন। রাসপূর্ণিমা থেকে প্রতি সপ্তাহের শনিবার দিন বিকাল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত রাধামাধবকে হাতির পিঠে চাপিয়ে বর্ণাঢ্য সংকীর্তন শোভাযাত্রা হবে মন্দির চত্বরে এবং চলবে দোলপূর্ণিমা পর্যন্ত। আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হবে মন্দির প্রাঙ্গণ। তবে সবকিছুই হবে কোভিড বিধি মেনে।

হে মানবকুল, আসুন রাসলীলায় অংশগ্রহণ করে আমাদের হৃদয় বৃন্দাবনে শ্রী রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত উৎসব স্মরণ করে ধন্য হই।

নাবালিকা বিয়ে রুখছে প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন্ধ বিদ্যালয় চুপিসারে চলছে নাবালিকা বিবাহ। খবর পেয়ে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করছে চাইল্ড লাইন ও থানা। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে দুই নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করেছে খয়রাশোল থানা। ২৭ অক্টোবর সিজা গ্রামে ও হেতমপুর পঞ্চায়েত এলাকার গ্রামে দুই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল চাইল্ড লাইন ও থানা। আঠারোর আগে বিয়ে দেবে না বলে পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকা নেওয়া হয়। ১৩ আগস্ট বিকালে চন্দ্রপুর পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে চাইল্ড লাইনের উদ্যোগে প্রধান নিবেদিতা সাহা ও ওসি কৌশুরী মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে শিশু ও মহিলা সুরক্ষা সচেতনতা আলোচনা হয়। ফেব্রুয়ারি মাসে এক ও মে মাসে এক নাবালিকা বিয়ে বন্ধ করেছে খয়রাশোল থানা। বীরভূম জেলা চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বার ফয়জুল হক বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির জন্য দেড় বছরের বেশি সময় বিদ্যালয় বন্ধ। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অনেক ছাত্রীর পরিবার কম লোকজন নিয়ে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। অনেকে মোবাইল আসক্তিতে জেনে হোক বা না জেনে হোক বিয়ে করে নিচ্ছে।'

পাঁচ মন্দিরে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার গভীররাত্রে বাহিরি টিনেময়রা কালীমন্দিরে তালা ভেঙে সোনা,রুপোর গয়না সহ প্রণামী বা' চুরি করেছে চোরেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। সোমবার রাত্রে চারকলগ্রামের চার মন্দির ও এক মুদি দোকানে চুরি করে দুষ্কৃতীরা। জোড়া শিবমন্দির, রাধামাধব মন্দির, খেপি মায়ের মন্দিরে নগদ,জিনিসপত্র, গয়না, প্রণামীর বাক্স নিয়ে পালিয়েছে চোরেরা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নানুর থানার পুলিশ।

গণধর্ষণে গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ নভেম্বর তামশুন্ডাঙা গ্রামে নবম শ্রেণীর এক আদিবাসী ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করে এক নাবালক সহ তিন যুবক। পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। সোমনাথ হেমব্রম ও চরণ সোরেনকে মঙ্গলবার বোলপুর আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নির্যাতিতার গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় আদালতে। নাবালককে চোদ্দোদিনের হোমে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল কেয়ার ইউনিট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ও কেয়ার ইউনিট চালু নিয়ে বিতর্ক। বারুইপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে থ্যালাসেমিয়া কন্ট্রোল ও কেয়ার বিভাগ চালু নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিধায়ক তথা বিধানসভার অধ্যক্ষকে অন্ধকারে রেখেই এই কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ। বিধায়ক বিমান বন্দোপাধ্যায় বলেন, আমাকে জানানোই হয় নি। যদিও এই প্রসঙ্গে হাসপাতালের সুপার ডঃ ঈশ্বর চট্টোপাধ্যায় বলেন, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস থেকেই সবাইকে জানানো হয়েছিল। সোমবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের তৃতীয় তলায় এই বিভাগ চালু হয়েছে। জানা গিয়েছে, ৬ টি শয্যা রাখা হয়েছে। প্রথমে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসককে দেখাতে হবে। তারপরে রোগের গুরুত্ব বুঝে রক্তের স্যাম্পেল হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কে পাঠানো হবে। তারপরেই তার চিকিৎসা শুরু হবে। রক্ত কোথা থেকে রোগী পাবে এই ব্যাপারে সুপার বলেন, ব্লাড ব্যাঙ্কে মজুত রক্ত দেওয়া হবে, কিন্তু যদি না থাকে তবে রোগীকে রক্ত বাইরে থেকেই আনতে হবে। সোমবার ও শুক্রবার এই পরিষেবা সকাল ১০ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত দেওয়া হবে।

দীপাবলী সম্মান প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৬ নভেম্বর বজবজ ২ নম্বর ব্লকের ১১টি অঞ্চলে দীপাবলী সম্মান প্রদান করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী। প্রতিটি অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কালীপুজো কমিটিকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। একটি স্মারক ও পাঁচশ টাকা আর্থিক অনুদান হিসাবে দেওয়া হয়। সহকারী বুচান ব্যানার্জী বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ও সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় ব্যক্তিগত ভাবে এই সম্মান দিতে পেরে আমি ধন্য। প্রসঙ্গত, এবছর তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে শারদ সম্মান ও এক হাজার টাকার আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন।

পুলিশী অত্যাচারের

প্রথম পাতার পর

প্রসঙ্গত পুলিশের হাতে জখম ওই যুবক সুমন্ত বেরা মহেশতলা পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা সুকান্ত বেরার ভাই। তিনিও ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি বলেন, পুলিশ অমানবিক কাজ করেছে । আমার ভাইয়ের শরীরের চার জায়গায় হাড় ভেঙে গেছে। আমরা কোর্টে মামলা শুরু করেছি। ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, খোঁজ নিয়ে জেনেছি ওই যুবক পুলিশকে 'হিট' করেছিল। তবে থানায় এনে ওই যুবককে মারা হয়েছিল কিনা, তার তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, অনেকেরই মনে প্রশ্ন ঘটনার চারদিন পর বিক্ষোভ-ধর্ণা হল কেন? পরের দিনই কেন অভিযোগ দায়ের করল না ওই যুবক বা তার পরিবার? গত বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশ সুপারের দফতরে সুমন্ত বেরার পরিবার অভিযোগ দায়ের করেছেন বলে সূত্রের খবর।

দুঃস্থ বাচ্চাদের উপহার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ নভেম্বর বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের পক্ষ থেকে দক্ষিণ শহরতলির নুঙ্গি স্টেশন এলাকায় প্রায় ১৫০ জন দুঃস্থ বসতির শিশুকে বিভিন্ন সামগ্রী উপহার হিসাবে দেওয়া হয়। খাদ্য-বস্ত্র-খেলনা-দোলনা সহ নানা সামগ্রী বাচ্চাদের হাতে তুলে দেন বিবিআইটি পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য শিক্ষিকারা। প্রসঙ্গত সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজসেবী জগন্নাথ গুপ্তা দীর্ঘদিন ধরেই মানুষের পাশে আছেন। সমাজের দুঃস্থ অবহেলিত মানুষদের জন্য বিবিআইটি ও জিমস্ হাসপাতাল সারা বছর ধরে নানা মানবিক ও সামাজিক কর্মসূচি পালন করে আসছে।

ইংরেজদের স্মৃতি বিজড়িত সুন্দরবনের লর্ড ক্যানিং-এর বাড়ি এখন বিলুপ্তির পথে

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বার ক্যানিং। বহু স্মৃতি বুকে টেনে নিয়ে চলে আসছে এই ক্যানিং। কিন্তু কালের বিবর্তনে এখানে অনেক কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে।এই ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর আর নেই সেই মাতলামি । মাতলা এখন আর সেই খরস্রোতা নয়। কিন্তু এক সময় এই মাতলার রূপ ছিল অন্য। তখন মাতলা নদী ছিল প্রবল খরস্রোতা,মাতাল। এটা ছিল বন্দর গড়ার উপযুক্ত। আর তাই এই মাতলা নদীকে ঘিরে সেই সময়ে বন্দর গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিল ইংরেজদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। যার মূল কেন্দ্রে পোর্ট ক্যানিং-এ হবে কোম্পানির অফিস। কোম্পানি না থাকলেও অফিসটি এখনো বর্তমান। যেটি লোক মুখে এখন 'লর্ড ক্যানিং' এর বাড়ি নামেই পরিচিত। যদিও ভগ্নপ্রায় হয়ে সুন্দরবনের ক্যানিং থেকে বিলুপ্ত হওয়ার পথে ওই ঐতিহাসিক নিদর্শন। ৩ বছর আগে সরকারিভাবে এই বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছিল। হেরিটেজ দপ্তরের দুটি ফলক বসেছে। সরকারি তরফে ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়া বিশাল আকারের প্রাসাদসম বাড়িটিকে রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড যখন এদেশে রাজদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই ব্যবসা বাড়াতে ক্যানিংয়ে শুরু হয়েছিল বন্দর গড়ার তোড়জোড়। সিঙ্গাপুরের বন্দরকে টেক্কা দিতে মাতলা নদীর তীরে আধুনিক বন্দর গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই বন্দর গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন লর্ড ক্যানিং।১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ এই সময়কালে লাট সাহেবের নির্দেশে শুরু হয় 'পোর্ট ক্যানিং কোম্পানির' এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ। আর বন্দর গড়ার কাজ শুরু হয় ১৮৭০ সালে। গঠিত হয় 'পোর্ট ক্যানিং ল্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিক্লামেশন এন্ড ডক কোম্পানি'। সেইমতো আশপাশ এলাকাতে বিভিন্ন আবাদ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি। প্রায় দুশো বছর আগে নির্মিত এই বাড়িটি তখন প্রশাসনিক ভবন হিসাবে ব্যবহৃত হতো। তবে বাড়িটি সঠিক কবে তৈরি হয়েছিল সে বিষয়ে কোনো প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় নি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার বাড়াতে ১৮৬২ সালে শিয়ালদহ থেকে ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন করে কোম্পানি। ব্যবসা প্রসারের জন্য তৈরি হয় বিভিন্ন ছোট ছোট কারখানা। গড়ে ওঠে রাইস মিল, হোটেল, সাহেবদের থাকার বাড়ি। এখন সবটাই বিলুপ্তপ্রায়। কিন্তু মাতলা নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলবে তা বুঝে গেছিল তৎকালীন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়াররা। শুধু তাই নয়, সেই সময়ে মাতলা নদী তাঁর গতিপথ ও পরিবর্তন করে। ফলে ১৮৭২ সালে বন্ধ হয়ে যায় পোর্ট তৈরির করার সমস্ত কাজ। ফলে এই বাড়িটিও কোম্পানির কাছে প্রয়োজনীয়তা হারায়। আর তখন থেকেই এই বাড়িটি প্রায় পরিত্যক্তই হয়েই থাকে। দু-একজন কর্মী বাড়িটি দেখাশুনার দায়িত্ব পান। লর্ড ক্যানিংয়ের এই বাসভবনটি সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার অর্থাৎ ক্যানিং স্টেশন থেকে হাঁটাপথে কয়েক মিনিটের রাস্তা। প্রাচীন ভবনটির এখন জরাজীর্ণ অবস্থা। লোহার মূলগেটের ফটকটি বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গেছে।পুরু মোটা দেওয়ালের বিভিন্ন অংশে ফাটল ধরেছে।বাড়ির গায়ে গজিয়ে উঠেছে হাজারো প্রজাতির আগাছা।কয়েক মাস আগে প্রবল বৃষ্টিতে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে। বাড়ির দুটি মহল মিলে অন্তত ১৬ টি ঘর আছে। কড়ি কাঠের ছাদের উচ্চতা অন্তত ১৫ ফুট।ভূগর্ভের কয়েক টি ঘর আছে যা একসময় গুপ্ত কুঠির হিসেবেব্যবহৃত হতো। দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে সেই সব গুপ্ত কুঠির ঘরগুলি। লেডি ক্যানিং বহুবার এই বাড়িতে এসে রাত্রি যাপন করেছেন।জনশ্রুতি আছে,লেডি ক্যানিংয়ের নৈসর্গিক প্রকৃতি অঙ্কনের প্রিয় স্থান ছিল এটি। ইংরেজদের শেষ স্মৃতি বিজড়িত বাড়িটি আজও ক্যানিংয়ের গর্ব।তবে কালের বিবর্তনে এটাও হারিয়ে যেতে বসেছে।

কালী পুজোয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নজির বয়ে নিয়ে চলেছে গড়দেওয়ানী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতির এক জলন্ত উদাহারণ দেখতে পাওয়া গেল জয়নগর বিধানসভা এলাকার গড়দেওয়ানি গ্রাম পঞ্চায়েতের গড়দেওয়ানি গ্রামে। এখানে অন্য বছরের ন্যায় এ বছরও হিন্দু - মুসলিম এক সঙ্গে কালী মণ্ডপে কালী প্রতিমা কাঁধে করে নিয়ে এলেন। সাহাবুদ্দিন, হাসান ,হারুন, বিদ্যাধর, স্বপনরা এখানে কোনো এক ধর্মের ভেতর আটকে না থেকে একে অপরের পরিপূরক হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কালী পুজোয় মেতেছেন। মণ্ডপে কালী প্রতিমা কাঁধে করে আনা থেকে শুরু করে বিসর্জন সবেতেই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেন সাহাবুদ্দিন, হাসান, হারুন,বিদ্যাধর, স্বপনরা। সম্প্রীতির এমন অনন্য নিদর্শনে খুশি এলাকার মানুষ। গ্রামবাসীদের পুজোর প্রসাদ বিতরণ থেকে শুরু করে ভোগ খাওয়া সবই একসঙ্গেই করেন এঁরা। পাঁচ বছরে পা দিয়েছে জয়নগর বিধানসভার বকুলতলার থানার গড়দেওয়ানি সবুজ সংঘের কালীপুজো। এই পুজো কে ঘিরে আনন্দে মাতেন গ্রামের লোকজন। কয়েক মাস আগে থাকতেই শুরু হয়ে যায় পুজোর প্রস্তুতি। গ্রামের লোকজনের চাঁদা ও পুজো কমিটির সদস্যদের চাঁদাতেই হয় এই পুজো। সাহাবুদ্দিন শেখ, হারুণ রশিদ মোল্লা, মুজিবর রহমান মোল্লা, হাসান আলি লস্কর, তপন মণ্ডল, স্বপন হালদার ,শৈলেন হালদার, বিদ্যাধর মণ্ডল সবাই মিলে এই পুজোকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। পুজোকে ঘিরে এলাকার শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান চলছে।এই পুজো কমিটির সদস্য শিক্ষক সাহাবুদ্দিন শেখ বলেন, আমাদের সবার পরিবারের সদস্যরা সারাদিন এই পুজোতেই কাটায়। আগে ক্লাব থেকে দুর্গাপুজো করা হত, কিন্তু তা বন্ধ হয়ে গিয়ে পাঁচবছর ধরে এলাকার সব ভাইরা একত্রে এই পুজো করি। শনিবার আমরা এক সাথে মিলে খিচুরি ভোগ বিতরণ করবো প্রায় দেড় হাজার মানুষের হাতে। করোনার সব সুরক্ষা বিধি মেনেই পুজা পালন করা হচ্ছে। পুজো কমিটির আর এক সদস্য বিদ্যাধর মণ্ডল বলেন, এলাকার এই কালী পুজো দেখতেই মানুষজন ভিড় জমায়। পুজোয় মায়ের খিচুরি ভোগ খাওয়া থেকে শুরু করে প্রসাদ বিতরণ আমরা একত্রেই করি। আর এক সদস্য হাসান আলি লস্কর বলেন, আমরা তো গ্রামে সবাই ভাই ভাই। একত্রে তাই কয়েক বছর ধরে পুজো চালিয়ে আসছি। আমাদের আত্মীয় পরিজনরা এই সময় বাড়িতে আসেন পুজো দেখতে। ঠাকুরের অর্ডার দেওয়া থেকে শুরু করে কাঁধে করে মণ্ডপে প্রতিমা আনা সব কাজ আমরা করি।আমাদের কাছে এখানে কোনো ধর্মীয় সমস্যা নেই । আমরা সবাই এক এখানে। এটা আমাদের সবার পুজো।

পোশাকের আঁতুড়ঘরে নোবেলজয়ী

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: শুধু পেশার টানেই নয়, অজানাকে জানা অচেনাকে চেনার নেশাতেও বিশ্বব্যাপী ছুটে চলেছেন বাঙালির গর্ব নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি পৌঁছে গেলেন পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রত্যন্ত একাধিক এলাকায় তাঁতির বাড়িতে। সেখানে মিশে গেলেন মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর সঙ্গে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন গ্রামবাংলার কুটিরশিল্পে সুতো থেকে হস্তচালিত তাঁতে কীভাবে জামদানী, শার্ট-প্যান্টের কাপ, স্কার্ফ প্রভৃতি ড্রেস মেটেরিয়ালস তৈরি হয়। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জেনে নিলেন নানাবিধ সুবিধা অসুবিধার কথা। সহজসরল গ্রামবাসীর বাড়িতে মেঝেয় পাত পেড়ে খেলেন ভাত, ডাল, শাক, আলুপোস্ত, মাছের ঝোল, দই, মিষ্টি। এমন একজন বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিকে কাছাকাছি পেয়ে বাস্তবিকই আপ্লুত রাজ্যের শস্যগোলার বেণীনগর, আমডাঙা প্রভৃতি এলাকার শতাধিক বাসিন্দা।

বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫ নভেম্বর এসেছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলায়। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরই এক বিদেশি ছাত্রী চিয়েন্নি অলিভারকে। এদিন তাঁরা কেতুগ্রামের বেণীনগর, কাটোয়ার আমডাঙা প্রভৃতি গ্রামে হস্তচালিত তাঁত শিল্পসামগ্রীর হালহকিকত সরেজমিনে খতিয়ে দেখেন। নানা রঙের সুতো থেকে নলি, চরকা, ড্রাম, সানা, বোয়া, মাকুর মাধ্যমে হস্তচালিত তাঁতযন্ত্রে কীভাবে থানকাপড়, জামদানী, নক্সাদার স্কার্ফ তৈরি হচ্ছে সেটাই এদিন অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন।

বেণীনগরের বাসিন্দা বাসুদেব সিংহ দীর্ঘদিন ধরে এধরনের তাঁতশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর অধীনে বেণীনগর সহ পার্শ্ববর্তী ধান্দলসা, নিরোল কাটোয়ার আমডাঙা, ঘোড়ানাশ, মুস্থলী প্রভৃতি এলাকার দেড় শতাধিক তাঁতশিল্পী কাজ করছেন। এদিন সকালে বাসুদেববাবুর বাড়িতেই প্রথমে পা রাখেন বিশ্ববন্দিত এই অর্থনীতিবিদ। সেখানে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর আমডাঙায় যান। বাসুদেববাবু বলেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে একজন ফ্যাশন ডিজাইনারের কাছে আমার তৈরি সুতির কাপড়ের খোঁজ পেয়েছিলেন। এদিন তিনি এখানে সরেজমিনে দেখতে আসেন সেই ফাইন কাপ। কীভাবে আমরা হস্তচালিত তাঁতে তৈরি করি। আমাদের কুটিরশিল্পের খুঁটিনাটি সব দেখেশুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। তাঁর মতো একজন বিশ্ববন্দিত ব্যক্তির এই সফরসূচি আমাদের শিল্পের পক্ষে ভবিষ্যতে অনেক সহায়ক হবে বলে মনে করি। আমডাঙা গ্রামের তাঁতশিল্পী গৌতম দাস বলেন, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার বাড়িতে এসে তাঁতের কাজকর্ম দেখেছেন। কথাও বলেছেন আমার এলাকার সমবায় সমিতিতেও গিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজ নেওয়ার পাশাপাশি লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তাঁর মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তির আগমনে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করছি। আমডাঙার বাসিন্দা তথা রাজনৈতিক কর্মী মলয় লাহা বলেন, বিশ্ববন্দিত অর্থনীতিবিদ অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই পরিদর্শন আশা করছি গ্রামবাংলার তাঁতশিল্পীদের আরও উৎসাহিত করবে। আমরা চাই তাঁতশিল্পের পাশাপাশি শিল্পীদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করুক।

প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

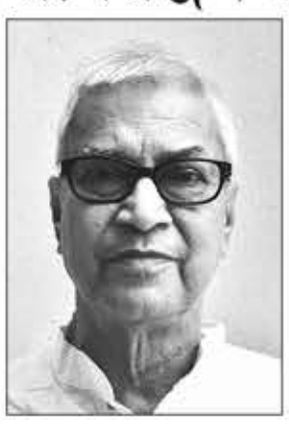

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের (বি ডি এ) চেয়ারম্যান রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার পরলোক গমন করলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি ২০১১ সাল থেকে পরপর দু' দফায় বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভায় কারিগরী শিক্ষা দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করেছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা তৈরির সময় তিনি দলের কাছে তাঁর শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে ফের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অক্ষমতার কথা জানিয়ে দেওয়ার পর নেতৃত্ব বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করে। তবে, বি ডি এ'র চেয়ারম্যান পদে তাঁকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। সপ্তাহ কয়েক আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছিল। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের অত্যন্ত কাছের ও কাজের মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, বর্তমানে রাজনীতির ময়দানে বিশৃঙ্খল ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি ছিলেন ব্যতিক্রমী চরিত্রের। তাই তিনি ছিলেন দলমত নির্বিশেষে অনেকের কাছেই একজন আদর্শ মানুষ। পূর্ব বর্ধমান জেলার এমন একজন ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহল সহ সর্বত্রই শোকের আবহ।

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম

প্রথম পাতার পর

তিনি থাকাকালীন তা পালনও হচ্ছিল। কিন্তু তিনি স্থানান্তরিত হবার পর থেকে ধীরে ধীরে তা বন্ধ হয়ে যায়।' রূপকের প্রশ্ন, 'তাহলে কি পুলিশ প্রশাসকের খবর করার ক্ষেত্রে জেলার সাপ্তাহিক পাক্ষিক কাগজগুলোর কোনও ভূমিকা নেই?'

স্থানীয় আর একটি পাক্ষিকের সম্পাদক তথা সাংবাদিক গৌতম দেব বলেন, 'যে কোনও জেলার মতো উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলাতেও যে কোনও প্রশাসনিক বা সরকারি সাংবাদিক সম্মেলনে ভারপ্রাপ্ত দফতর হল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (ডিআইসিও)। প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ যে কোনও প্রশাসনিক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের আমন্ত্রণের দায়িত্ব থাকে এই দফতরের। কারণ, জেলায় যে সব স্বীকৃত সংবাদপত্র আছে এবং কতজন সাংবাদিক আছে, তার পূর্ণাঙ্গ নথি আছে একমাত্র তাদের কাছেই। পুলিশ প্রশাসন তো আর সমস্ত সাংবাদিকদের চেনে না। এজন্য তারা বছর দুই আগে একটি পুলিশ-মিডিয়া গ্রুপও করে। জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে তারা তাদের অনুষ্ঠানের খবর অনেকদিন ধরেই দেয় না। ইদানিং গ্রুপেও তা দেওয়া বন্ধ করেছে। এবারে প্রেস হয়ে যাবার দুদিন পর আমি জানতে পেরেছি। আমার মতো অবস্থা জেলার অনেক মিডিয়ারই। প্রেস মিটে কী কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে তাও আমরা জানতে পারিনি। এছাড়াও উৎসবের খবর সংগ্রহের জন্য সাংবাদিকদের যে ভেহিকেল পাস দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রেও পক্ষপাতিত্ব করা হয়েছে। একারণে প্রেস স্টিকার লাগানো সত্ত্বেও ভেহিকেল না থাকায় কোনও কোনও সাংবাদিক পুলিশি হেনস্থারও শিকার হন। এর উদাহরণ আমি নিজেই।' অন্য আর একটি পাক্ষিকের সম্পাদক ও সাংবাদিক তাপস সরকার তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'এটা খুবই অনুচিত কাজ হয়েছে। হাতে গোনা কিছু সাংবাদিককে নিয়ে জেলার এতবড় একটা উৎসবের প্রেস মিট করা। এমনকি পুলিশ মিডিয়ার যে গ্রুপটা আছে সেখানেও সাংবাদিক সম্মেলনের কোনও আমন্ত্রণ পোস্ট করা হয়নি। সমস্ত সাংবাদিকদের ফোন নম্বরও তো পুলিশের কাছে আছে। আমি এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছি। আমি এই প্রেস মিটের খবর একদিন পর জানতে পেরেছি। আমার একটা গাড়িও আছে । ফলে ভেহিকেল পাস তো আমার পক্ষে জরুরি। আমি পরের দিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ)-এর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি সবাইকে জানানোর জন্য বলেছিলেন, বলে উল্লেখ করেন। এসত্ত্বেও কেন সমস্ত সাংবাদিকরা সে খবর পাননি, এর কারণটা আমার কাছে এখনও অস্পষ্ট।'

উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসত প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রদীপ্ত ভট্টাচার্য, যিনি একটি পাক্ষিক কাগজেরও সম্পাদক তথা সাংবাদিক তার প্রতিক্রিয়ায় উল্লেখ করেন, 'বারাসত প্রেস ক্লাব একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা। প্রায় তিরিশটি জেলা কাগজের সম্পাদক ও সাংবাদিকরা এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই সংগঠন সম্পর্কে জেলা পুলিশ প্রশাসনও বিশদভাবে অবহিত। তা সত্ত্বেও জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের প্রেস মিটের আমন্ত্রণ না জানানো, কার্যত অবজ্ঞা করা। আসলে জেলায় কতজন তথ্য সংস্কৃতি দফতরের নথিভুক্ত সাংবাদিক আছে, আর কারা কারা নিয়মিত কাগজ করে, এটা তো পুলিশের জানার কথা নয়। একারণে প্রশাসনিক কোনও প্রেস মিট করতে গেলে তা তথ্য-সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে করলেই নিরপেক্ষতা বজায় থাকত। পুলিশ তাদেরই জানে, যারা পুলিশের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। আসলে দৈনিক মিডিয়াদের চাপে জেলার কাগজগুলোকে গুরুত্বহীন করে রাখার একটা অপচেষ্টা চলছে। আর সেই চাপেই পুলিশ এমনটা করেছে বলেই আমার মনে হয়। প্রশাসনিক বহু খবর দৈনিক মিডিয়াগুলো প্রকাশ করেনা। জেলার কাগজগুলো এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারা প্রাশসনিক সমস্ত প্রেস মিটের খবরই প্রকাশ করে। এমনকি জেলার কাগজের অনেক খবরকেই দৈনিক মিডিয়াগুলো অনুসরণ করে। এসত্ত্বেও তাদের এই দ্বিচারিতা রীতিমতো লজ্জার।'

মেহনতী মানুষের পক্ষের একটি দৈনিক সংবাদপত্রের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সাংবাদিক সুভাষ পারিয়াল বলেন, 'পুলিশ প্রশাসন তো একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। তারা কীভাবে এধরনের একপেশে সাংবাদিক সম্মেলন করল, তা বোঝা গেল না। পুলিশের দায়িত্ব তো আইন শৃঙ্খলা দেখার। জেলায় কতজন সাংবাদিক আছে, তা তো তাদের জানার কথা নয়। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মাধ্যমে প্রেসমিটটা করা হলে জেলার সব সাংবাদিকরাই খবরটা জানতে পারত। তা না করে কিছু মুখ চেনা সাংবাদিকদের ডেকে যে প্রেস মিট করেছে, তা কার্যত পক্ষপাতমূলক বলে মনে করা যেতেই পারে।'

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সুনীল মণ্ডল বলেন, 'আমি তো রিটায়ার্ড। তবু কয়েকদিন ধরে তো আমি অফিসে যাচ্ছি। সেই হিসেবে আমি যতটা জানি তাতে বলতে পারি, তথ্য-সংস্কৃতি দফতরে পুলিশের প্রেস মিটের কোনও চিঠি আসেনি। চাকরি চলাকালীনও আমি দেখেছি পুলিশ নিজেদের মতো নিজেরা প্রেস মিট করে। এর কারণ সম্পর্কে আমার জানা নেই। তবে তারা না জানালে তো আমরা কিছু বলতে পারি না।'

প্রসঙ্গত, এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ)-দের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

মহানগরে

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্পোরেশনের প্রথম ১০০ দিন

বরুণ মণ্ডল, কলকাতা : প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ে এম এ সমাজকর্মী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থার যোগাযোগ ছিল না। তিনি নিজেই স্বীকার করেন হরপ্পা–মহেঞ্জোদড়োর আমলের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী। তা দিয়ে কী হবে। ২৬ – ২৭ বছর বয়সে কী আর এমন বুঝি। এই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে ২০০০ সালের কলকাতা পুরসংস্থার নির্বাচনে প্রথমবার পুরসংস্থার বালিগঞ্জস্থিত ৮৭ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে জাতীয় কংগ্রেস প্রার্থী স্থানীয় প্রাক্তন পুরপ্রতিনিধি নীরেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়কে ৩,২১৮ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে কলকাতা পুরসংস্থার পুরপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। আর নানান কুটনৈতিক চালচেলে নির্দল পুরপ্রতিনিধি–জাতীয় কংগ্রেস দলের পুরপ্রতিনিধিদের হাইজ্যাক করে ২০০০ সালের ৮ জুলাই কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক নির্বাচিত হন। দেখতে দেখতে প্রথম ১০০ দিন অতিক্রান্ত হল। নবাগত মেয়র পরিষদের পক্ষে প্রথম ১০০ দিন এমন কিছু নয়। নিজেদের দফতরের প্রতিটি কাজ বুঝে নিয়ে কাজকর্মে দ্রুতগতি আনার লক্ষ্যে অনুপ চট্টোপাধ্যায়–শোভন চট্টোপাধ্যায় থেকে মেয়র সুব্রতর অন্যতম ডিপ ডিফেন্স' মালা রায় থেকে জাভেদ আহমেদ খান সকলেই ১২ জনই সচেষ্ট রয়েছেন কর্পোরেশনকে কর্পোরেট স্টাইলে আনার বিষয়ে। প্রায় প্রত্যেক এমএমআইসি তাঁর নিজ নিজ দফতর গুলি পরিদর্শন করে, কী ধরণের কাজ হবে, কাজে কোথায় কোথায় অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। পুরসংস্থার মূল বাধা অর্থের সংস্থান। এই কাজে মেয়র পারিষদদের সঙ্গে মহানাগরিক স্বয়ং নিয়মিত যোগ রেখে চলেছেন। তিনি নিজেও ক্ষমতাসীন হয়েই নাগরিক পরিষেবার মূল কর্মক্ষেত্রগুলি যথা পলতা থেকে বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশন, ধাপা, পামারবাজার, টাউন হল ইত্যাদি সরেজমিনে পরিদর্শন করে কী কাজকর্ম করতে হবে সব দেখে নেন। এদিকে অর্থ সংকট কাটাতে মেয়র তৎপর। কিন্তু রাজ্যের

কলকাতা পৌরসংস্থা এই মহানগরীর হৃদ্‌স্পন্দন—শহরের মৌলিক পরিষেবার ধ্বনিত ছন্দে এর অভিপ্রকাশ, সমাজ উন্নয়নের পুরোধার ভূমিকায় এবং নাগরিকের সান্নিধ্যে অতন্দ্র প্রহরায়। কিন্তু উৎসাহ ব্যতীত হৃদয় স্পন্দিত হতে পারে না। তাই আপনাদের আরও কার্যকরী ভূমিকায় দেখতে চাই—সহভাগী নাগরিকই পারে আমাদের স্বপ্নের রসদ যোগাতে, আমাদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করতে এবং গঠনমূলক ভাববিনিময়ের অবতারণা করতে।

তৎকালীন ক্ষমতাসীন বাম সরকার নানাভাবে আর্থিক বঞ্চনা শুরু করেছে। কিন্তু সুব্রত মুখোপাধ্যায় নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যের কাজ থেকে দফায় দফায় আর্থিক বরাদ্দ আনতে থাকেন। আবার প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তৎকালীন ১৫ টি বরোর সবক'টিতে চেয়ারম্যান নির্বাচন পর্ব সেরেও নেন। আর প্রত্যেক মাসেই নিয়ম করেই মাসিক পুর অধিবেশন বসছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমলেই ভারতবর্ষের সমস্ত পুরসংস্থার মধ্যে কলকাতা পুরসংস্থায় সর্বপ্রথম নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু হয়।

পানীয় জল সরবরাহ : মহানগরে পরিস্রুত পানীয় জল উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে সুব্রত বাবুই কলকাতা পুর এলাকায় প্রথমবার অনেকগুলি সুদূরপ্রসারী কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। ২০০০ সালের ৩১ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাট পার্কে একটি ভূগর্ভস্থ জলাধারসহ বুস্টিং স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছিল। ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রথম প্রকল্পটির কাজও শুরু হয়ে শেষও হয়। এই কাজের ফলে দক্ষিণ কলকাতার ১১ টি ওয়ার্ডে বসবাসকারী এক বিরাট সংখ্যক নাগরিক পরিস্রুত পানীয় জল পেয়ে উপকৃত হয়। জল সরবরাহের ক্ষেত্রে সুব্রত মুখোপাধ্যায়ই প্রথম ভালব মিটার বসানোর কাজ শুধু করেন। প্রথমদিকে কলকাতার বিভিন্ন বড় বড় অফিসগুলিকে বেছে নেওয়া হয়। মিটার বসে কাশীপুরের গান অ্যান্ড শেলে, নেতাজী সুভাষ রোডের রিজার্ভ ব্যাঙ্কে, এ জে সি রোডস্থিত বর্তমান পত্রিকার অফিসে, শিয়ালদহের ইএসআই হাসপাতালে,৩ নম্বর অকল্যান্ড স্কোয়ারে ইত্যাদি জায়গায়। ২০০০ সালের ২৪ নভেম্বর কলকাতা পুরসংস্থার সঙ্গে ফরাসি পরামর্শদাতা সংস্থা যৌথ ভাবে টেলিমেট্রি' নামক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের পাইপের মানচিত্র তৈরি করার কাজ শুরু হয়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে ভূ–গর্ভস্থ পাইপের একটা বড়ো অংশ জীর্ণ হয়েছে। ফলে জলের কতটা অপচয় হচ্ছে বা কতখানি নাগরিকদের কাছে যাচ্ছে তা এই ফরাসি প্রকল্পের মাধ্যমে জানা যাবে। অ্যাডেড এরিয়া ১০১ – ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য একই ধরণের মানচিত্র তৈরি করার জন্য জার্মান সরকারের একটি পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে কলকাতা পুরসংস্থার প্রাথমিক চুক্তিপত্র এইসময়তেই স্বাক্ষরিত হয়।

পুরকর নির্ধারণ ও আদায়: সম্পত্তি কর নির্ধারণ ও বকেয়া কর আদায়ের ক্ষেত্রে তাঁর কড়া মনোভাব খুব সুফল দিয়েছিল। তার আগে সম্পত্তি কর আদায় করার ব্যাপারে পুরসংস্থা একটু ঢিলেঢালা ছিল। তিনি ছোটখাটো বিঘ্ন বা হস্তক্ষেপকে দূরে সরিয়ে আধিকারিকদের এতটাই স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিলেন যে, অ্যাসেসমেন্ট–কালেকশন দফতরের আধিকারিকরা পুরসংস্থার আধিকারিক হিসাবে রীতিমতো গর্বিত বোধ করতেন। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং গর্বই তাঁদের কর্মসংস্কৃতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

বিল্ডিং ও লাইসেন্স : নতুন পুরবোর্ডের বিল্ডিং দফতরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ প্রথম থেকেই চেষ্টা করছেন কীভাবে সাধারণ মধ্যবিত্তদের আইনের অযৌক্তিক বেড়াজাল থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। ঠিক হয়েছে, বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে ছাড়ের প্রশ্নে কম জমির মালিকদের ক্ষেত্রে নরম মনোভাব নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট দফতরকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কনজারভেনসি দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ডিমোলিশন স্কোয়াড' গড়ে তোলা হচ্ছে। লাইসেন্স সংক্রান্ত আইনকানুনের সরলীকরণ করার চেষ্টা চলছে। বিনা লাইসেন্সে শহরে কাউকে ব্যবসা চালাতে দেওয়া হবে না। পুরসংস্থার রোজগার বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নেন। ফলে ২০০২ – '০৩ অর্থবর্ষের জুলাই মাসের তুলনায় ২০০৩ – '০৪ অর্থবর্ষের জুলাই মাসে ৫১.১২ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। পুর কর্মচারীদের সক্রিয় ভূমিকায় যা সম্ভব হয়েছে।

নিকাশি : নিকাশি ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কলকাতায় সুব্রত বাবুর সময়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিল। ১০১ – ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডে অর্থাৎ এই নতুন এরিয়ায় ১৫ বছর পরও পুর পরিষেবায় যথেষ্ট খামতি ছিল। পরিকাঠামো অসম্পূর্ণতা ছিল। এ ডি বি – র সহযোগিতায় এই সব ক্ষেত্রের কিছু অংশে কাজের সূচনা হয়েছিল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আমলে। সুব্রতবাবুর আমলের প্রথম ১০০ দিনে নিকাশি ক্ষেত্রে যেসব প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে রয়েছে সার্দান অ্যাভিনিউয়ের সাউন্ড অ্যান্ড পার্ক থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ও তৎসংলগ্ন রবীন্দ্র সরোবরের জমা জল সমস্যার সমাধানে সার্দান অ্যাভিনিউ পাম্পিং স্টেশন। মানিকতলা ও উল্টোডাঙা পাম্পিং স্টেশন গুলিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কয়েকটি আধুনিক পলি অপসারণের যন্ত্র কেনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কলকাতাকে ঘিরে থাকা ২৭ টি নিকাশি খাল সংস্কারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

জঞ্জাল অপসারণ কলকাতা পুরসংস্থার অন্তর্গত ১৪১ ওয়ার্ড জঞ্জাল অপসারণের যে পদ্ধতি বজায় ছিল তাকে অব্যাহত রেখে একটি বিশেষ কর্মসূচি বাড়ি থেকে গাড়ি, গাড়ি থেকে ধাপা' প্রকল্পে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করার ভাবনা রয়েছে। এই নতুন কর্মসূচির আওতায় যোধপুর পার্ক ও নিউ আলিপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২৫ টি গাড়ি কাজ শুরু করেছে। পরে বেড়ে হয়েছে ৪০ টি। কলকাতাকে পরিবেশ দূষণ ও দৃশ্য দূষণের হাত থেকে মুক্ত রাখার সঙ্গে সঙ্গে জনসংযোগের মাধ্যমে জঞ্জাল অপসারণ নিয়মিত অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মেয়র পারিষদ মালা রায় নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে প্রতিদিন কলকাতা মহানগরের মূল ১১ টি রাস্তা ধোয়ার কাজ শুরু হওয়ার। মেয়র পারিষদ জানিয়েছেন, স্থির হয়েছে ধাপে ধাপে গোটা কলকাতা মহানগরের এই কর্মসূচি শুরু করা।

স্বাস্থ্য দফতর : স্বাস্থ্য দফতর দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়র পারিষদ জাভেদ আহমেদ খান ম্যালেরিয়া নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা। এই কমিটি নিয়মিত পুরসভাকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে পরামর্শ দিয়ে আসছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায় আমলেই সিদ্ধান্ত হয়, কলকাতা পুর এলাকার ১৪১ টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে অন্তত একটি করে রক্ত পরীক্ষার কেন্দ্র গড়ে তোলা। যাতে পুরবাসী সহজেই রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পারে সে ম্যালেরিয়া কী না। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে জঞ্জাল দফতরের সঙ্গে যৌথ ভাবে কলকাতা মহানগরের বিভিন্ন হাসপাতালে ইতিমধ্যে সাফাই অভিযান চালানো। কলকাতা পুর এলাকাস্থিত সরকারি–বেসরকারি বড়ো বড়ো জলাশয় থেকে কচুরিপানা নির্মূল করার অভিযান চালানো এই সময়কালে শুরু হয়। কলকাতা ময়দানের ক্লাব তাঁবু গুলির ক্যান্টিনে যেখানে প্রতিদিন বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন খাওয়া–দাওয়া করেন, সেই খাদ্যে ভেজাল বা অস্বাস্থ্যকর বিষয় গুলি প্রতিরোধে ১০ দফা আচরণবিধি প্রণয়ন করা। এবং তা পালনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া।

সড়ক ও ইঞ্জিনিয়ারিং দফতর : সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পরে অ্যাডেড এরিয়া বেহালা–ঠাকুরপুকুর–যাদবপুর–গার্ডেনরিচ এলাকায় কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে রাস্তা–ঘাটের প্রচুর কাজ হয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন : কলকাতা মহানগরের বস্তি উন্নয়নে ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ প্রদীপ ঘোষ কলকাতাস্থিত বস্তিগুলিতে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা – কর্মক্ষম নারী–পুরুষের সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, ভাষা, জীবিকা – শিক্ষা – ধর্ম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি রিপোর্ট তৈরি করান। এই তথ্যের ভিত্তি করেই বস্তিস্থিত শৌচাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে ১৮ সুলভ শৌচাগার চালু হয়। বাকিগুলির জন্য জমির খোঁজ করা হচ্ছে।

পুরসংস্থার আয় বৃদ্ধির জন্য কলকাতায় পুরসংস্থার রাস্তায় গাড়ির পার্কিং জোন তৈরির বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। কলকাতাস্থিত নতুন নতুন রাস্তাকে পার্কিং জোনের আওতায় আনার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।

লেন্স বার্তা

বেসামাল, পৈলান–এর সামনে।

জোর কদমে চলছে বায়না, তার–ই মাঝে একটু ঘুমিয়ে নেওয়া।

মেটেনি জল ও যন্ত্রণা। পাটুলির কাছে।

২১– এর ছট পুজোয়, মাস্ক–এর দেখা মেলা ভার।

ভাল কাজ', কৃত্রিম জলাশয়ে বানিয়ে চলছে পুজো। **ছবি : অভিজিৎ কর**

বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজোয় নিজের হাতে তৈরি মা জগদ্ধাত্রী প্রতিমার সামনে শ্রীসমীরেশ্বর। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

কালীপুজোর আগেরদিন রক্ত সংকট মেটাতে চেতলার হিন্দ সংঘে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সঙ্গে যৌথভাবে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। বিনা পুরস্কারে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতারা রক্তদান করেন এবং সকলের মুখেই শোনা যায় একটাই কথা সেটি হল, 'মায়ের পায়ের সামনে শুয়ে রক্তদান' করার এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। সকলেই এই কর্মকাণ্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কলেজের ছেলেদের বিনা সাহায্যে শ্যামা পুজো

সমরেশ চক্রবর্তী: বজবজ পোকপাড়ী একাদশ সংঘ ক্লাবে ১১ জন কলেজের ছেলে মিলে শ্যামা কালী পুজো করে। শুভ মণ্ডল, অমিত বাগ, শুভাশিস সেনাপতি, সিদ্ধার্থ সাউ, শান্তনু পাঁজা, অনির্বাণ অধিকারী, সুজয় পর্বত, সুদীপ দাস, সঞ্জীব বেদান্ত, স্বপন গুড়ে নিজেদের টাকা দিয়ে ৬ বছর ৫০ হাজার টাকা বাজেট রেখে অন্ধ্রপ্রদেশের ১০ ফুট বদ্রীনাথ কালী প্রতিমা তৈরি করে পুজো করেন। এইসব ছেলেরা পড়াশুনা বজায় রেখে তিনমাস ধরে জনমজুরির কাজ করে টাকা জমিয়ে রেখে পুজো করে। নিজেদের বাবা ও মার কাছ থেকে কোনও টাকা না নিয়ে, কোনও মানুষদের কাছ থেকে চাঁদা না নিয়ে পুজো করে। সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী, বিধায়ক অশোক দেব, চেয়ারম্যান

ফুলু দে, কাউন্সিলর সুপর্ণা নস্কর কোনও টাকা দিয়ে সহযোগিতা করেন নি। পুজোর দিনে দুই পুরোহিত আসেন, একজন চণ্ডীপাঠ করেন, অন্য পুরোহিত পুজো করেন সারা রাত ধরে। বিসর্জন সন্ধ্যা বেলায় ১৫ থেকে ২০ কেটি গোবিন্দভোগ চাল, ১০ থেকে ১৫ কেজি মুগডাল নানা রকম সব্জি দিয়ে মায়ের ভোগ নিজেরা তৈরি করে রাস্তার মানুষজনকে। এমনকি সাইকেল, বাইক আরোহী, ট্যাঙ্কার গাড়ি, অটো, বাস ও বাসের যাত্রীদের দাঁড় করিয়ে ভোগ বিতরণ করেন। কোনও বয়স্ক মানুষ বাজার করে যাচ্ছে তখনই সঙ্গে সঙ্গে এই ছেলেরা ভারী ব্যাগ ভর্তি জিনিস তাদের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, কোনও মানুষের রক্ত লাগবে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে রক্ত দেওয়া। ২০২০ ও ২০২১ সালে নিজেদের টাকা দিয়ে হাতে তৈরি রান্না করে লকডাউনে বয়স্ক মানুষদের খাবার দান করা। আরও অনেক কিছু সামাজিক কাজে এগিয়ে আসা।

চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : চন্দননগরের ঐতিহ্যমণ্ডিত জগদ্ধাত্রী পুজোতে সিসিটিভি, বাইনোকুলার ও ওয়াচ টাওয়ারের মাধ্যমে নজরদারি চালাবে জেলা পুলিশ। সোমবার চন্দননগর রবীন্দ্র ভবনে সাংবাদিক প্রেস মিটে গাইড ম্যাপ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঘোষণা করলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অর্ণব ঘোষ। তিনি বলেন, ৩০০ ছাড়াও বেশ কিছু পুজো অনলাইনে অনুমতি নিয়েছে। চন্দননগরে ১৩২টি এবং ৬৩টি পুজো ভদ্রেশ্বরে কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির আওতায় রয়েছে। এবারে পুজোয় অস্থায়ী ৬০০ হোমগার্ড ১০ দিনের জন্য ডিউটি করবে। প্রত্যেক জায়গায় ওয়াচ টাওয়ার থাকছে। ২৫০ জন মহিলা পুলিশ কনস্টেবল, ৬ জন ইন্সপেক্টর, ১৫০ জন সাব–ইন্সপেক্টর মোতায়েন করা হচ্ছে। পুজোর দিনগুলিতে ৯ তারিখ পঞ্চমী দুপুর ২টো থেকে পরদিন ভোর ৬টা পর্যন্ত নো –এন্ট্রি থাকবে। চলবে ১৫ তারিখ পর্যন্ত। স্থলভাগের পাশাপাশি হঠাৎ কোনও ব্যক্তি অসুস্থ হলে তাকে নদীপথে লিকুইড অ্যাম্বুলেন্স করে চুঁচুড়া ইমামবড়া হাসপাতালে দ্রুত পৌঁছনোর ব্যবস্থা থাকছে। শহরে ঢোকার জন্য তিন ধরনের এন্ট্রি পাশ ব্যবস্থা হয়েছে। বাচ্চারা যাতে হারিয়ে না যায় তার জন্য পুলিশের সহায়তা কেন্দ্র থেকে বাচ্চাদের ব্যাজ ও গাইড ম্যাপ বিনামূল্যে বিতরণ করবে জেলা পুলিশ।

এক ফুটের প্রতিমা তৈরি করে নজির

মলয় সুর, চন্দননগর : এক ফুটের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করে নজির গড়েছে স্কুল পড়ুয়া

মলয় সুর, ভদ্রেশ্বর : প্রতিমা তৈরির কোনও শিল্পী কারিগর পরিবারে জন্ম হয়নি এই কিশোরের। তবুও মাত্র পাঁচ বছর বয়সে নিজের চেষ্টায় জগদ্ধাত্রী তৈরি শুরু করেছিল। ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি বিশালক্ষ্মী মন্দিরতলা এলাকার বাসিন্দা রূপম দাস। এভাবে আট বছর পার করে ১৩ বছরের রূপম এখন চন্দননগর অরবিন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র। কিন্তু প্রতি বছরই দুর্গা, জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরিতে হাত লাগায়। এ বছর সে এক ফুটের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা তৈরি করে নজির সৃষ্টি করেছে। এার সে বাড়িতে বসে প্রতিমা তৈরি করেছে। করোনা পরিস্থিতির জন্য স্কুল বন্ধ। রূপমের বাবা বাপ্পা দাস ব্রেথওয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কনট্রাকটরের অধীনে কাজ করে। মা রুমা দাস গৃহবধূ। বাড়ির প্রত্যেকেই এই কাজে তাকে প্রচণ্ড

উৎসাহ দেয়। প্রতিবছর নিজের তৈরি প্রতিমা পাড়ার সঙ্গীদের সাথে পুজো করা চাই। তবে পুরোহিত এনে প্রথা মেনে পুজো করা হয়। আগামী দিনে এটা চালিয়ে যেতে চায় রূপম। সে আঁকাতেও প্রচণ্ড পারদর্শী রয়েছে।

চন্দননগরে শুরু হল জগদ্ধাত্রী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চন্দননগর : মলয় সুর, চন্দননগর : শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী জগদ্ধাত্রী উৎসবব। সোমবার চতুর্থীতে উদ্বোধন হয় বারাসত গেট সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজোর। লেখক ইতিহাসবিদ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিমার আবরণ উন্মোচন করেন। পুজো কমিটির একনিষ্ঠ সদস্য সঞ্জয় ভট্টাচার্য (কাল্টুদা) বললেন, এবার এই পুজো ৭৫তম বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করছেন। কোভিড বিধি মেনেই পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। মণ্ডপের থিম দৃষ্টিকোণ বনকাপাসির সোলার সাজে প্রতিমা সাজিয়েছেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী আশিস মালাকার। দৃষ্টিনন্দন সাজে সজ্জিত হয়েছে মণ্ডপ। হাটখোলা মনসাতলা সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবারে ৬০ বছরে পা রাখলো। মণ্ডপের থিম 'হরিদ্রালয়'। ১০০ কিলো কাঁচা হলুদ দিয়ে তৈরি হয়েছে। বাজেট ১৫ লাখ টাকা। তাঁদের ভাবনা হলুদই একমাত্র অস্ত্র, যা অশুভ শক্তির বিনাস ঘটাতে পারে। কাঁচা, গোটা ও গুড়ো হলুদ দিয়ে মণ্ডপটি তৈরি হয়েছে। সোলার সাজে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মহাভারতের কাহিনী। এই

প্রতিমার উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জী। মানকুণ্ডু সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবার ৫০ বর্ষে পদার্পণ করল। মণ্ডপের থিম 'সোনার বাংলা সোনার কলস উৎসবের মধ্য দিয়েই পারস্পরিক হৃদ্যতা যাতে আরও ভাল হয়, তারই ক্ষুদ্র প্রয়াস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপের ভাবনায়। মণ্ডপ শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইলা। পুজোর বাজেট ১৮ লাখ টাকা। চন্দননগর নতুন পাড়া সার্বজনীন জগদ্ধাত্রী পুজো এবারে ৪৭তম বছরে পড়ল। মণ্ডপের থিম ধোঁয়াশার মধ্যে। এখানে শিল্পী বলতে চেয়েছেন গত ২ বছর ধরে যে অতিমারি চলছে তা থেকে এখনও আমরা বের হতে পারিনি। পুজোর বাজেট ১০ লাখ টাকা। বিবিরহাট উত্তরাঞ্চল ৫৫ বর্ষে পদার্পণ করল। এখানে মণ্ডপের থিম 'কোলাজ'। পুজোর মোট খরচ ২০ লাখ টাকা। এ বিষয়ে সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ নন্দী জানালেন, মণ্ডপ শিল্পী ভাবনায় মলয় রায় ও শুভময় সিনহা। নবমীর দিন প্যাকেটে পোলাও ভোগ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকছে। ভদ্রেশ্বর গৌহাটী তেঁতুলতলা পুজো ২৩৯ তম বর্ষে পদার্পণ করল। কমিটির প্রধান উপদেষ্টা কো–অডিনেটর শ্রীকান্ত মণ্ডল, এবারে করোনা পরিস্থিতির জন্য মানসিক পাঁটা বলি বন্ধ হয়েছে এবং ভক্তদের মায়ের ভোগ থেকে বিরত রয়েছে। কোষাধ্যক্ষ কালীশংকর মিত্র জানালেন, এই জাগ্রত মায়ের দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা গঙ্গা থেকে মানসিক দণ্ডি খাটে। সেটা যতটা সম্ভব নিষিদ্ধ রাখা হচ্ছে। সুরের পুকুর সার্বজনীন পুজো কমিটি ৩৩ তম বর্ষে পড়ল। পুজোর থিম কাল্পনিক মণ্ডপ। জানালেন, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ শান্তনু দে। এখানে সম্পাদক বিশ্বজিৎ পাল, বাজেট ৩ লাখ টাকা। এই কমিটির সভাপতি স্বপন রায় খুবই অসুস্থ রয়েছেন। তিনি চন্দননগর পুর নিগমে চাকরি করেন। প্রতি বছর এই বারোয়ারিকে 'আলিপুর বার্তা' বিচারে পুজো পরিক্রমায় পুরস্কার পায়। মঙ্গলবার পঞ্চমীর দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগরের ব্রাহ্মণপাড়া জাগরণী সমিতি, চারমন্দিরতলা, জাগরণী সমিতি জগদ্ধাত্রী পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন। এছাড়া রাজ্যের তথ্য ও তথ্য সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন এদিন চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর মিলিয়ে মোট ১৭টি জগদ্ধাত্রী পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

মাঙ্গলিকী

একটি দুঃসাহসিক প্রযোজনা

আলোচক : কৃষ্ণচন্দ্র দে

নাটক

বেহালা অনুদর্শীর–'মানদাম্পত্য' একটি দুঃসাহসিক প্রযোজনা, নির্দেশনায় : নাট্যকার নির্দেশক সুমনা চক্রবর্তী। এক কথায় বলতে পারি একটি সাহসী প্রেম–উপাখ্যান। সংসার নারীর জন্মগত বাসনা। এক ধর্ষিতা নারীর করুণ অথচ মর্মস্পর্শী লড়াই। সমাজের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে মাত্র তিনমাসের জন্য সংসার পাতে পারমিতা তার পরমবন্ধু তথা প্রেমিক অসীমের সাথে। অসীম প্রথমে নিমরাজি হলেও পারমিতার আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হয়। তার দীর্ঘ জীবন থেকে মাত্র তিনটি মাস পারমিতাকে উপহার দিতে অঙ্গীকার করে, অসীমের স্ত্রী–কন্যা–বাবা–মা সবাই– থাকা সত্ত্বেও। এটা এক ধরনের পরকীয়া জেনেও অসীম তার ভালবাসার পাত্রী পরমকে মমতায়, ভালোবাসায় উজার করে দেয়। তিন মাস পরে অসীম আবার তার স্ত্রী–সন্তানের কাছে ফিরে যাবে, এটাই সাব্যস্ত হয় উভয়ের মধ্যে। নির্দিষ্ট দিনে ফিরেও যায়। এদিকে পারমিতা একাই তার ভালোবাসার আগত সন্তানের সব দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে তাকে মানুষ করার অঙ্গীকার করে। আমার কাছে এই পদক্ষেপ সমাজের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ বা জেহাদ বলেই গণ্য হয়। সন্দেহ নেই সাহসী পদক্ষেপ ও সাহসী উপস্থাপনা। চিন্তা ও মননের জগতে দর্শকদের একটু অন্য মাত্রায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অনবদ্য চরিত্রাভিনয়ে দর্শক মন ভিজিয়ে দিল পারমিতার ভূমিকায় সুমনা চক্রবর্তী স্বয়ং। সুমনা দর্শকের মন ছুঁতে পেরেছে। অসীম চরিত্রে ব্রতীন গাঙ্গুলি ডলি সহযোগ দিয়েছেন। এছাড়া অভিজিৎ মিশ্র স্নেহাশিস সরকার ও অনিরুদ্ধ বসু নাটকের সেতুবন্ধনে কাঠবেড়ালির ভূমিকা সফল ভাবেই পালন করলেন। পরিশেষে যার কথা না বললেই নয়, স্বল্প পরিসরে পারমিতার বাবার ভূমিকায় অমিতাভ চ্যাটার্জী তার জাত চিনিয়ে দিলেন।

তবে নাটকে যে কমেডি মুহূর্তগুলি এসেছে তার পূর্ণ সদব্যবহার করা জরুরি ছিল। দর্শকচিত্তে রিলিফের কাজ করতো। আবার অসীম যখন পারমিতাকে সিঁদুর পরাচ্ছে তখন আবহে একটু সেতারের ঝালা দিলে ভাল হতো। কারণ ওই বিশেষ মুহূর্তে নারীর অন্তরে হর্ষ–বিষাদ–আবেগ–বিস্ময় এক সাথে জেগে ওঠে। তার ব্যঞ্জনা দরকার ছিল। কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও উপস্থাপনার গুণে নাটকটি দেখতে ভালই লাগলো। ব্রতীনকে আরও একটু রোমান্টিক হলে ভাল হয়। চর্চার মধ্য দিয়ে সেটা আয়ত্ব করা অসম্ভব নয়। সর্বোপরি সুমনার আরও একটা ভাল কাজ দেখলাম।

ফ্রিউইন্স আয়োজিত অর্ধশত ছবির প্রদর্শনী

সিদ্ধার্থ সিংহ : সম্প্রতি ফ্রিউইন্স আয়োজিত কুড়ি জন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর প্রায় অর্ধশত ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল গড়িয়ার মহামায়াতলার সুশীলা ভবনে।

এক টানা সাতদিন ধরে প্রদর্শিত এই ছবিগুলোর মধ্যে যেমন ছিল নিসর্গ, তেমনই ছিল পশুপাখির ছবি, বিমূর্ত ছবিও। ধরা পড়েছে প্রেম–বিরহ, ক্ষোভ, যন্ত্রণা, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও।

বিশিষ্ট যে সব শিল্পী অংশ নিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন অতীন বসাক, বাদল পাল, নবকুমার চক্রবর্তী, বাপ্পা ভৌমিক, কাজল ভট্টাচার্য, সুজিত কুমার ঘোষ, সুমন চৌধুরী, মিহির কয়াল, রুচিরা মজুমদার পাল, রঞ্জনা চ্যাটার্জি, সুদীপ্ত অধিকারী, প্রতীক মল্লিক, ধ্রুবজ্যোতি নাথ, শিবনাথ নস্কর, অবিরা ব্যানার্জি, রিমঝিম সিনহা দাশগুপ্ত, সৈকত ঘোষ, ইন্দ্রানী ঘোষ এবং 'গড : এনসিয়েন্ট এলিয়েন অর আ মিথ'–খ্যাত ইংরেজি সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক শুভঙ্কর সিংহ। এ ছাড়াও ছিল সৌরীন সরকার এবং সুদীপ নস্করের চোখ ধাঁধানো বেশ কয়েকটি ভাস্কর্য। যখন গোটা পৃথিবীতেই ছবির বাজার মুখ থুবড়ে পড়েছে তখন কলকাতা শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সদ্য গজিয়ে ওঠা এই গ্যালারি থেকে প্রথম তিন দিনেই বিপুল টাকায় বিক্রি হয়ে গেল পাঁচ–পাচটা ছবি। যেহেতু শহরের মূল কেন্দ্রের বাইরে একটিও ছবির গ্যালারি নেই, ফলে সেখানকার লোকজনদের ছবি দেখার অভ্যাসও সে ভাবে গড়ে ওঠেনি। তাই এখানে আদৌ কোনও ছবির দর্শক হবে কি না সেটা জানার জন্যই মূলত পরীক্ষামূলক ভাবে এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকেই যে এমন ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাবে, তা কল্পনাও করতে পারেননি উদ্যোক্তারা। এই প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্যোক্তা আর্টভার্স–এর কর্ণধার এবং এই সময়ে বিশিষ্ট শিল্পী শুভংকর সিংহ জানিয়েছেন, এখানে একের পর এক ছবি বিক্রি হওয়াটা এ বার থেকে শহরের বাইরে গিয়ে ছবি প্রদর্শনী করতে আমাদের উৎসাহিত করল। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে কাজ করা পিডিলাইটের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে আসা এই প্রদর্শনীর আর এক উদ্যোক্তা সুদীপ্ত অধিকারী জানালেন, স্থানীয় লোকজনদের এই বিপুল উৎসাহ আমাদের প্রেরণা জোগাল এই সুশীলা ভবনে বছরে অন্তত বেশ কয়েকটি চিত্রপ্রদর্শনী করার। ইচ্ছা আছে, ছবি এবং ভাস্কর্যের পাশাপাশি স্থিরচিত্রও প্রদর্শনীতে রাখার।

বিজয়া সম্মেলনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সদ্য শেষ হল শারদ উৎসব। এবার শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা, শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য চুঁচুড়া আরোগ্যর নিজস্ব সভাঘরে সোমবার ১ নভেম্বর সন্ধ্যায় এক অনবদ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঙ্গে বিজয়া সম্মেলনী উদযাপিত হল। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা সকলের প্রিয় বিশিষ্ট সমাজসেবী ইন্দ্রজিৎ দত্ত। তাঁরই নেতৃত্বে একদল মহিলা ও পুরুষ চুঁচুড়া কারবালা মোড় এলাকায় আরোগ্যতে মেতে উঠেছিলেন। এদিন ইন্দ্রজিৎবাবু রবি ঠাকুরের আশীর্বাদকে পাথেয় করে ঘরভর্তি লোকের সামনে রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন 'তোমারও অসীমে প্রাণমন লয়ে' সকলেই মুগ্ধ হয়ে তারিফ করেন। এরপর মালাকার গান পরিবেশন করেন।

তাঁর আবেগমথিত গলা মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই আনন্দের দিনে সামিল হয়েছিলেন রংতুলি ছাড়া সৃষ্টির আনন্দের ছবির কোলাজ সম্রাট তপন সাহা, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ অরুণকান্তি নিয়োগী, প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অমিত রায়। বর্ষীয়ান নাগরিক কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জী, মনোজিৎ রায়, সংগঠনের চেয়ারপার্সন অমিত মল্লিক প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালন করেন অরিজিৎ দাস।

বিধি মেনে হবে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বছরের দুঃখ ভুলিয়ে ২০২২–এ বইমেলা হচ্ছে সেন্ট্রাল পার্কে ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৯ নভেম্বর প্রেস ক্লাবে বইমেলার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করলেন উদ্যোক্তা তথা পাবলিসার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক ত্রিদীপ চট্টোপাধ্যায় এবং সভাপতি সুধাংশুশেখর দে। বইপ্রেমীদের কথা ভেবে কোভিড–১৯ মহামারীর সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে বইমেলার কথা ভাবছেন উদ্যোক্তারা। স্টলের সংখ্যা না কমলেও আয়তনে ছোট হবে স্টলগুলি। এছাড়াও মাস্ক না পড়লে জরিমানারও ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও ভ্যাকসিনেশনের সার্টিফিকেট প্রদর্শন করে মেলা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে হবে। এছাড়াও ই–পাসের ব্যবস্থার কথাও ভাবা হচ্ছে। গিল্ডের ওয়েবসাইটে ভার্চুয়াল উপস্থিতির কথাও ভাবা হচ্ছে যেখানে এই মেলা প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত হয়ে যাবে সারা পৃথিবীর কাছে। অনলাইনের মাধ্যমে মেলা দেখতে ও বই কিনতে পারবে বইপ্রেমীরা। মেলা প্রাঙ্গণে ওয়াই–ফাইয়ের সুব্যবস্থার পরিকল্পনাও নেওয়া হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু সেখ মুজিবর রহমানের জন্ম শতবর্ষ ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ৫০ বছর উপলক্ষ্যে এই বছর বইমেলার থিম কানট্রি হলো বাংলাদেশ। সেই উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকেও আবেদন জানানো হয়েছে উপস্থিত থাকার জন্য। এছাড়াও এবছর স্মরণ করা হবে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ, সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বছর। এছাড়াও গত দুবছরে যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন তাঁদের স্মৃতিতর্পণ করা হবে তাতে রয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, প্রণব মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, আনিসুর জামান, দেবেশ রায়, নিমাই ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সামসুর জামান খান, স্বপন মজুমদার, অনিশ দেব, শীর্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌনক লাহিড়ী, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বুদ্ধদেব গুহ, সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ বরেণ্য কবি সাহিত্যিকদের এছাড়াও স্মরণ করা হবে গিল্ড সদস্য শমিত সরকার, তপন মুখার্জি ও দেবাশিস লাহিড়িকে।

বিশ্ব মানব দিবস পালন

উত্তর চব্বিশ পরগনার স্বভূমির রাজকুটির–এর রাসমঞ্চে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্স (বিআইএস)–এর পক্ষ থেকে পালিত হল বিশ্ব মানব দিবস ২০২১। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সংস্থার চেয়ারম্যান ড. কল্যাণ রুদ্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস বসু, এ চট্টোপাধ্যায়, পি কে কন্ডোই, এ কে পুরোহিত।

সিনেমা ভাল মন্দ

খেলার ছবি গোলন্দাজ

স্মরণীয় জীবনীচিত্র হিসাবে ছবিটিকে প্রত্যক্ষ করেছেন ড. শঙ্কর ঘোষ

'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান' গ্রন্থে যাঁর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে 'ভারতে ফুটবল খেলার জনক' সেই নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারির জীবন অবলম্বনে গড়ে উঠেছে 'গোলন্দাজ'। গোলন্দাজ কথার আভিধানিক অর্থ কামান চালক। এ ছবিতে নগেন্দ্রের জীবনে যত প্রতিকূলতা এসেছে তাকে প্রতিহত করেছেন যেন কামান চালাবার মত। মূল ঘটনা প্রবাহ অবশ্যই ফুটবল কেন্দ্রিক। পরাধীন দেশ তখন। দোর্দন্ডপ্রতাপ ব্রিটিশরা মনে করতেন এ খেলা শুধু তাঁদেরই। যেহেতু দেশ তাঁরা চালাচ্ছেন তাই সব মাঠই তাদের এক্তিয়ারে। অল্প বয়সে নগেন্দ্র গোরা সৈন্যদের ফুটবল খেলা দেখে আকৃষ্ট হন। নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বয়েজ ক্লাব, ফ্রেন্ডস ক্লাব, ওয়েলিংটন ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। এসব ক্লাব জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সভ্য হতে পারত। ওয়েলিংটন ক্লাবে এই বিষয়ে আপত্তি ওঠায় তিনি ক্লাব ভেঙে দেন। শোভাবাজারের কাছে আনন্দকুমার দেবের মেয়ে কৃষ্ণকমলিনীর সঙ্গে তার বিয়ে। শোভাবাজার ক্লাবের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এই শোভাবাজার ক্লাব ইউরোপীয় দলকে পরাজিত করে ফ্রেণ্ডস কাপ জয় করে,যার নেতৃত্ব দেন নগেন্দ্রপ্রসাদ। সেই জীবন পর্দায় তুলে ধরা সহজসাধ্য নয়। পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকুণ্ঠচিত্তে সাধুবাদ জানাতে হয় এই কারণে যে ছবির সিংহভাগ জুড়ে ফুটবল খেলা থাকলেও ছবি দেখার প্রসাদগুণ একটুও নষ্ট হয়নি। ঘটনা প্রবাহের উত্তেজনার মালমশলা তাঁর চিত্রনাট্যে মজুতই ছিল। অনেকগুলি ভূমিকাও পরিচালক পালন করেছেন। দুলাল দেকে সঙ্গে নিয়ে এমন এক মানুষের জীবন কথা তিনি লিখেছেন। অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে লিখেছেন এর সংলাপ। ক্রীড়া প্রশিক্ষণও দিয়েছেন ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিল্পীদের অভিনয় প্রসঙ্গে আসি, নাম ভূমিকায় দেব এক কথায় অসাধারণ। চরিত্রটির মেজাজ, জেদ নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন দেব, ফুটবল খেলার দৃশ্যগুলিতে তাঁর লড়াকু চরিত্রায়ণ নজর এড়ায় না। নজর টেনেছেন অনির্বাণ ছদ্মবেশী ভারবি–এর চরিত্রে দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সম্পদ বিশেষ। ধারাভাষ্য অংশে তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছে। চমকে দিয়েছেন অ্যালেক্স ওনিল। তিনি প্রতিপক্ষ ফ্রেডরিক জ্যাকসনের ভূমিকায়। নায়িকা কৃষ্ণকমলিনীর চরিত্রে ইশা সাহার করণীয় তেমন কিছু ছিল না। যেটুকু ছিল তাঁর সদব্যবহার করেছেন। একই কথাই প্রযোজ্য নগেন্দ্রের মায়ের চরিত্রে শিল্পী তুলিকা বসু সম্পর্কেও। পরিচালক ভালো কাজ আদায় করে নিয়েছেন নগেন্দ্রর পিতা সূর্যকুমারের চরিত্রে গায়ক শ্রীকান্ত আচার্যকে দিয়ে। চরিত্রটির সঙ্গে শিল্পী নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। ক্যাপ্টেন জিতেন্দ্র'র চরিত্রে ইন্দ্রাশিস রায়ও চমৎকার। নজর কেড়েছে ছোট নগেন্দ্র চরিত্রে শিল্পী অঙ্কিত মজুমদার। অন্যান্য শিল্পীদের কাজেও নিষ্ঠার ছাপ রয়েছে।

উনিশ শতকের কলকাতা ও গ্রাম তুলে ধরা সহজ কাজ নয়। সেই সময়টা তুলে ধরা হয়েছে বাস্তবোচিত ভাবে। চিত্রগ্রাহক সৌমিক হালদার দারুণ কাজ করেছেন। সম্পাদক সংলাপ ভৌমিক সম্পর্ককেও ওই একই কথা প্রযোজ্য। শ্রীজাত'র লেখা কয়েকটি গান সুন্দর সুর সৃষ্টি করেছেন বিক্রম ঘোষ। আবহসঙ্গীত রচনাতেও বিক্রম ঘোষ তাঁর মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। খালি পায়ে খেলতে নামতে হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, দেখতে দেখতে আমির খান অভিনীত 'লগান' ছবির কথা মনে পড়লেও পড়তে পারে। তবে নগেন্দ্র'র জীবনের মতই এ ছবি জীবনীচিত্র হিসাবে নিজের জায়গা করে নেবে অনায়াসে, তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

কবিতা উৎসবের বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শারদোৎসবের পর বাঙালির বিজয়া সম্মিলনীর রেওয়াজ আছে। বলাবাহুল্য সেই পরিপ্রেক্ষিতে হুগলির মগরাতে কবি গোপাল সমাদ্দারের বাড়িতে শনিবার (২৪ অক্টোবর) বিকালে বিজয়া সম্মেলন এবং কবিতার আসর বসে তাঁর আহ্বানে জেলার বহুদূর দূরান্ত থেকে কবি সাহিত্যিকরা এই আসরে উপস্থিত হন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে 'আর্কিড সবুজ সাহিত্য পত্রিকা'। পত্রিকার সম্পাদক এই প্রজন্মের কবি শিল্পী গোপাল সমাদ্দার। যদিও তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক। তবুও কবিতা লেখা ও বই প্রকাশ করার নেশায় বুঁদ হয়ে লড়াই করছেন। তবে গোপাল ও তাঁর মা প্রতিমাদেবীর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হতেই হয়। সেদিনের অনুষ্ঠান সূচনা করেন নবদ্বীপের দেবকী দুলাল চক্রবর্তীর গলায় 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়' গানের মধ্য দিয়ে। এরপর কোন্নগরের শ্যামল ভট্টাচার্যের কবিতা 'কেন আজ ধ্বংসের পথে'। দেবকী দুলালের বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় স্বরচিত কবিতা প্রশংসনীয় যেমন আধিবাসী সমাজের মানুষদের করুন অবস্থা নিয়ে 'মঙ্গলবার মাতৃভক্তি' বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সমিতির রাজ্য সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কানামাছি কবিতা পাঠ করেন। এবার আলিপুর বার্তার শারদীয়া সংখ্যায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এছাড়া খামারগাছির রুবি দত্ত, শর্মিষ্ঠা মাছি। ধনেখালির সন্ধ্যা রায়, ত্রিবেণীর বাপন দত্ত বণিক, বিমল চন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন সাহা, বিকাশ চন্দ্র দাস সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নিবেদন গোপাল সমাদ্দার ও রুবি দত্তের শ্রুতি নাটক কর্ণ কুন্তি সংবাদ পরিবেশিত হয়। এক সুন্দর সন্ধ্যার সাক্ষী রইলেন শ্রোতারা। মানুষের জন্য জীবনের জন্য মূল্যবোধ সহনশীলতা সাহিত্য সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সম্পাদনায় ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয়।

শারদীয়া অনাবিল ও চৌরঙ্গীর কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা প্রকাশিত

শ্রেয়সী ঘোষ : পত্রিকার বাজার জুড়ে শুধু বড়দের পত্রিকার ভিড়। পাশে যখন ছোটদের পত্রিকা দেখি, তখন স্বভাবতই মনে হয়

পত্রিকাটি কতখানি ছোটদের জন্য। তেমন সংশয়ের মধ্যেই হাতে এলো ছোটদের পত্রিকা 'অনাবিল'এর শারদ সংখ্যা। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বিস্ময়ের বহর বাড়তেই লাগল। ৭১টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের নিজস্ব আঁকা ও লেখায় ভরপুর এ পত্রিকা। ছোটরা লিখছে ছড়া, কবিতা, ছোটগল্প, গদ্য রচনা, ভ্রমণের গল্প। পড়তে পড়তে মনটা ভরে যায়। প্রচ্ছদটি এঁকেছে এক কিশোরী। ছোটদের পাশাপাশি বড়রা লিখেছেন গল্প, কবিতা, ছড়া, অনুবাদ সাহিত্য, খেলাধূলা, বিজ্ঞানের গল্প; কিন্তু ছোটদের উপযোগী করে, যাতে ছোটরা সেই লেখাগুলির স্বাদ নিতে পারে। 'বড়দের ছোটবেলা' শীর্ষক বিভাগে দুই বিখ্যাত ব্যক্তির শৈশব কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। তাঁরা হলেন অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায় এবং অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। শিল্পীরা নিজেরাই লিখেছেন সে কথা ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য। 'কালজয়ী ব্যক্তিত্বদের কথা' এবং 'বাংলার গান' বিভাগ দুটিতে মোট চারটি লেখা প্রকাশিত। প্রত্যেকটি লেখাই মুখপাঠ্য। দেখতে দেখতে 'অনাবিল' পত্রিকাটি পঞ্চম বর্ষে পদার্পন করেছে এবং এটি পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা। সম্পাদক দূর্বা গাঙ্গুলী পত্রিকাটি প্রকাশে যে যত্ন ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। পরবর্তী সংখ্যাগুলির জন্য পাঠকেরা অবশ্যই উন্মুখ হয়ে থাকবেন, তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

সাহিত্য সংস্কৃতি পত্রিকা 'চৌরঙ্গী' সম্প্রতি প্রকাশ করেছে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা। নাম দিয়েছে 'শতবর্ষে কালী বন্দ্যোপাধ্যায়।' সমগ্র পত্রিকাটির মধ্যে রয়েছে শ্রম আর যত্নের ছাপ। বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয়ে যাঁরা দিশা দেখিয়েছেন, নিঃসন্দেহে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও আজও শিল্পীর অভিনয় দর্শকদের টানে। সেই মানুষটির নানা দিক এই পত্রিকাতে উঠে এসেছে স্বাভাবিক ভাবেই। তিনি যাঁদের পরিচালনায় কাজ করেছেন (মৃণাল সেন, তপন সিংহ, দীনেন গুপ্ত, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অঞ্জন চৌধুরী প্রমুখ), তিনি যাঁদের সঙ্গে কাজ করেছেন শম্ভু মিত্র, বিকাশ রায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল প্রমুখ) তাঁদের স্মৃতিচারণ মূলক লেখাগুলি পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। বিশিষ্ট সাংবাদিকদের (রবি বসু,

সেবাব্রত গুপ্ত, নির্মল ধর প্রমুখ) লেখাগুলিও আকর্ষণীয়। বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে দেখা লেখাগুলি (গুরুপ্রসাদ মহান্তি, কমলেন্দু সরকার, গোপাল দাস, কল্লোল অস্থির চক্রবর্তী প্রমুখ) মন দিয়ে পড়ার মতো। অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে রয়েছে শিল্পীর জীবনপঞ্জি, চলচ্চিত্র পঞ্জিতে, অভিনীত নাটকগুলির কথা এবং বেতার নাট্যপঞ্জি, যা পত্রিকাটির গৌরব বৃদ্ধির সহায়ক। কিছু স্মরণীয় স্থির চিত্র মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজের বাবাকে নিয়ে কন্যা তাপসী গুহের লেখাটি অনবদ্য। তাপসী গুহই সংখ্যাটি প্রকাশ করেছিলেন সম্প্রতি। কুশল ভট্টাচার্যের আঁকা প্রচ্ছদচিত্রটিও অসাধারণ। ইতিমধ্যেই 'চৌরঙ্গী' বাংলার বিখ্যাত নটদের নিয়ে সংখ্যা প্রকাশ করে চলেছেন। সেই তালিকায় যুক্ত হল কালী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সংখ্যাটি। পত্রিকাটির সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্পাদক মণ্ডলীতে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের শ্রম ও নিষ্ঠা অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

কলেজ স্কোয়ারে পুর বিপণন কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার প্রকাশনার দ্বিতীয় নতুন বিপণন কেন্দ্রের (বইয়ের স্টল) দ্বারোদঘাটন হল কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে। গত ৩০ অক্টোবর এই বুক স্টলের উদ্বোধন করলেন কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের চেয়ারপার্সন ফিরহাদ হাকিম। উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ সদস্য দেবাশিস কুমার, রত্না সুর সহ স্থানীয় কো–অর্ডিনেটররা। এটি খোলা থাকবে বেলা ১ টা থেকে সন্ধে ৬ টা পর্যন্ত। কলকাতা পুরসংস্থার এস এন ব্যানার্জী রোডস্থিত কেন্দ্রীয় পুরভবনের এলিট গেটের সম্মুখস্থিত পুরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ দফতরের পরিচালনায় প্রথম যে প্রকাশনা বিক্রয় কেন্দ্রটি রয়েছে এখানে কলকাতা পুরসংস্থা সংক্রান্ত যে সমস্ত বইপত্র–পত্রিকা– পাক্ষিক পুরশ্রী পত্রিকা–পুর বার্তা–বিভিন্ন ফর্ম নিয়ম মতো কিনতে পারা যায়। কলেজ স্কোয়ারের নতুন এই বিপণন স্টলটিতেও ঠিক সেই রকম বই পত্রপত্রিকা পাওয়া যাবে। নিয়ম মতো ডিসকাউন্টও পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় পুরভবনের প্রকাশনা বিক্রয় কেন্দ্রটি বেলা ১১ টা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত খোলা থাকে।

বিরাটকে নিয়ে প্রশ্নও বিরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাসন্তী : টি-২০ বিশ্বকাপে শোচনীয় ব্যর্থতার পর টিম ইন্ডিয়া নিয়ে বহু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বিশেষ করে বিরাট কোহলিকে ক্যাপ্টেন রাখা নিয়ে তোলপাড় হচ্ছে দেশ থেকে ক্রিকেট মহল। যদিও একদল মনে করছে এই মুহূর্তে বিরাটকে বলি না চড়িয়ে অন্য কাউকে তৈরি করা হোক। নিশ্চিতভাবে সেই অন্যের তালিকায় প্রথম নামটি রোহিত শর্মা। অরেকটি নাম অজিঙ্কে রাহানে হলেও তাঁর খারাপ পারফরমেন্স একটু হলেও চিন্তায় রেখেছে সবাইকে।

কোনও ক্ষেত্রেই শেষ কথা বলে কেউ হয় না , হতে পারে না। কারো যদি মনে হয় থাকে অমুকে না খেললে জেতা যাবে না বা সাফল্য আসবে না তাদের একটা কথাই বলা উচিত, আপনারা ডাহা মিথ্যে বলছেন। ক্রিকেট নিয়ে যেহেতু আপাতত আলোচনা কেন্দ্রীভূত হবে তাই এতেই ফোকাস করা যাক। একটা সময় সবাই বলত গাভাসকার , কপিলদেব ছাড়া নাকি ভারতীয় দল বেমানান। সেই দলই পরবর্তীকালে পেয়েছে শচীন তেন্ডুলকরের মতো মেগা তারকাকে। রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ভিভিএস লক্ষ্মণ , অনিল কুম্বলেদের উপস্থিতিতে। এদের তো একত্রে পঞ্চপাণ্ডব বলা হত। তাও তাঁরা অবসর নেওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের অশ্বমেধের ঘোড়া তো আর থেমে যায় নি। সেখানে আবার অলঙ্কার রচনা করেছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো নক্ষত্ররা। অর্থাৎ ভারতীয় ক্রিকেট দলে প্রতিভার ছড়াছড়ি লাগাতার চলতেই থেকেছে।

অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রেও সৌরভের আগে কপিলের থেকে লড়াকু মনোভাব পেয়েছে দেশবাসী। সৌরভ উত্তর টিম ইন্ডিয়াকে সম্মানজনক জায়গা দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। ধোনির অবর্তমানে যোগ্যতা প্রমাণ করেছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু অধিনায়কত্বের চাপে কোহলি তাঁর দুর্দান্ত ব্যাটিং ক্ষমতা হারিয়ে ফেলুক সেটা কেউই চায় না। ফলে রোহিত শর্মা এবং অজিঙ্কে রাহানে দুবার ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছেন টিমের রিজার্ভ বেঞ্চের মতো অধিনায়কত্বের ক্ষেত্রেও বিকল্প হাতের কাছেই মজুত রয়েছে।

কোহলির অনুপস্থিতিতে রোহিত শর্মার আপাতত বিরাট চ্যালেঞ্জ ছিল দেশকে এশিয়া কাপ জিতিয়ে প্রমাণ করা যে অধিনায়ক হিসাবে তিনিও কম যান না। কারণ, বিরাট কোহলি অসম্ভব বড় মাপের ব্যাটসম্যান হলেও একটা জিনিস ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে অধিনায়কত্বের ভার ঠিক পোষাচ্ছে না তাঁর। মেক-শিফট অধিনায়ক হিসাবে রোহিতকে তৈরি করে যেতে হবে সমান্তরালভাবে।

বিদেশ থেকে সিরিজ যে জেতা যায় এই আক্রমণাত্মক মনোভাব সৌরভ ছাড়া মাত্র কজনের মধ্যেই আছে। ধোনি দেশকে দুরকম ফর্ম্যাটে বিশ্বজয়ী করেছেন। তাও আবার ২৮ বছর পর ভারত সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এটা নিশ্চিতভাবে ধোনিকে আলাদা আসন দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে। মাহির সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে গ্যারি তথা গ্যারি কার্স্টেনের নামও। কিন্তু সেও ধোনিও বিদেশের মাটিতে ভারতকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলতে পারেন নি। মাহির পরবর্তীকালে যার ওপর ভারতীয় ক্রিকেট প্রচণ্ড আশা করেছিল সেই বিরাট কোহলি নিজে ব্যাট হাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করলেও কিছুতেই বিদেশ থেকে জয় আনতে পারছেন না। দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে হারানো বা ফর্ম হারানো শ্রীলঙ্কাকে সেদেশে হারানোকে সেভাবে গুরুত্ব না দেওয়াই ভালো।

এঁদো গলি ছেড়ে রাজপথে ভারতীয় ফুটবল

অরিঞ্জয় মিত্র

একটা সময়ে এই খাস কলকাতায় ফুটবলারদের আদর ছিল জামাইষষ্ঠীর বাবাজীবনদের মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধুই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানের কমে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় ফুটবলের সাম্প্রতিক হালচাল যেন সাপলুডোর মতো অগ্রসর হচ্ছে। এই চারপা এগলো, তো পরক্ষণেই আবার দুপা পিছিয়ে যাওয়া। কিছুদিন আগেই ভারতীয় ফুটবল দল যেভাবে পারফর্ম করছিল তাতে কোচ ও ফুটবলারদের নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সেই দলই আবার অতি সম্প্রতি শম্বুক গতি লাভ করেছে। যারা কদিন আগেই কোচ-ফুটবলারদের নিয়ে রীতিমতো জয়ধ্বনি দিচ্ছিলেন তাদের মুখেই এখন উলটো সুর। অনেক ফুটবল বিশেষজ্ঞ তো জোর গলায় বলছেন, যত নষ্টের গোড়া ওই বিদেশি কোচ কনস্টানটাইন। অথচ এই স্টিফেনের কোচিংয়েই সুনীল ছেত্রীরা ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেকটা এগিয়ে এনেছেন দেশকে সেই সত্যিটা বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন সবাই।

বলতে হবে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও। গত সাফ গেমসের ফাইনালে হার ভারতীয় ফুটবলের সেই অভিযানকে সাময়িকভাবে ব্যহত করল ঠিকই, কিন্তু গেল গেল রব তোলার মতো কিছু এখনই ঘটে যায় নি। তাই এই কোচ ও ফুটবলারদের অবশ্য ভরসা করে আরও কিছুদিন অবশ্যই দেখতে হবে। বুঝতে হবে এই প্রক্রিয়া মোটেই একটা ম্যাচ হার-জিতের মতো নির্ভর করছে না। একে দীর্ঘমেয়াদী ধরে ভবিষ্যতে এর গর্ভ থেকে সুফলের সুলুক সন্ধান করতে হবে। বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের।

চিরিচ মিলোভানের জমানায় ভারতের ফুটবল শেষবারের মতো নিজেদের মেলে ধরতে পেরেছিল। তারপর কেটে গেছে প্রায় ৩০-৩২ বছর। এতগুলি বছর পর ভারতীয় ফুটবলকে ঘিরে যে আশার সঞ্চার ঘটেছে তা ধরে রাখাটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। আগামীতে ভারতীয় ফুটবলের খোলনলচে হয়তো অনেকটাই পালটাবে। তবে মনে রাখতে হবে মিলোভানের সময় যে বিজ রোপণ করা হয়েছিল তা এখন মহীরূহ হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে একটু মিলোভান সাহেবের সময়কাল ফিরে দেখা যাক। আশির দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় ফুটবলে হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালার মতো আবির্ভাব ঘটেছিল চিরিচ মিলোভানের। এতটা বড় মাপের কোচ ভারতের মাটিতে সত্যি বলতে খুব কম এসেছে। বিদেশি কোচ দেশের হয়ে যেমন এসেছেন, তেমনই ক্লাব দলগুলির ক্ষেত্রেও বহু বিদেশি এর মধ্যে এদেশে ঘুরে গিয়েছেন। সব বড় দলের কোচিংয়েই এসেছেন তাঁরা। তারওপর আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগ শুরু হওয়ার পর ফুটবলার থেকে কোচ সবেতেই বিদেশিদের রমরমা শুরু হয়েছে। তাও এত কিছুর মাঝেও এখনও নাম করতে হয় মিলোভান সাহেবের। বস্তুত, সেসময় নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের হয়ে প্রশিক্ষণ দিতে এসে নিজের জাত চেনান সাবেক যুগোস্লাভ এই ভদ্রলোক। অনেকটা ক্রিকেটে জন রাইট বা গ্যারি কার্স্টেনদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে এই মিলোভানের। তবে ক্রিকেটে ভারতের কৌলিন্য আর ফুটবলে মিলোভানের ভারতের মতো পিছিয়ে থাকা একটি দলের দায়িত্ব নেওয়ার তুলনা ঠিক টানা যায় না। সেসময় কৃশানু দে, বিকাশ পাঁজি, সুদীপ চ্যাটার্জি, বিশ্বজিত ভট্টাচার্য, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রশান্ত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সুব্রত ভট্টাচার্যদের নিয়ে এক স্বপ্নের যাত্রা করেন মিলোভান। ভারতীয় ফুটবল আজ যতটুকুই এগোক না কেন, নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন রচনা করেছিল চিরিচ মিলোভানের সেই কোচিং পর্ব। প্রতি ম্যাচে নতুন নতুন ক্যাপ্টেন বাছাই করার মধ্যে মিলোভান সাহেব যেন ইগো ভাঙতে চেয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলারদের। মিলোভানের তত্ত্বাবধানে দুরন্ত পারফরমেন্সও করে ভারত। শক্তিশালী আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে অসাধারণ নৈপুণ্য উপহার দেন ভারতের ফুটবলাররা। সেই আর্জেন্টাইন দলের হয়ে খেলা (পরের বিশ্বকাপে তারকা হয়ে ওঠা)বুরুচাগা জার্সি বদল করেন সেই দলের স্টার ফুটবলার হয়ে ওঠা বিদেশ বসুর সঙ্গে। বস্তুত, সেই জার্সির রঙ ছিল ১১। এছাড়াও সেই আর্জেন্টিনা দলের জার্সি যারা গায়ে চাপায় সেই গোলকিপার পম্পিদো, ভালদানো, ব্রাউনরাও ছিল সেই নেহরু কাপের দলে। আর্জেন্টিনা ছাড়াও মিলোভানের কোচিংয়ে থাকা ভারতীয় দল চিন, রোমানিয়া, পোলান্ড, উরুগুয়ে প্রভৃতি দলের বিপক্ষেও চরম ভালো পারফরমেন্স উপহার দেয়।

৩০-৩৫ বছর আগের ভারতীয় ফুটবলের রেফারেন্স টানার মধ্যে দিয়ে মূলত বুঝিয়ে দেওয়া হল কীভাবে ও কোনপথে বিবর্তনের পথে এগিয়েছে এদেশের সকার। আজকের আইএসএল হয়তো সেভাবেই এক মোহনার খোঁজ এনে দিয়েছে। হয়তো বা এক সমুদ্রমন্থনের উথালপাতাল করা প্রক্রিয়ার কথা বলতে চাওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রাশি রাশি মণিমুক্তো উঠে আসতেই পারে আগামীতে।

তালদিতে সাঁতার প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ লকডাউন উঠতেই স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে জনজীবন।স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছেন ক্রীড়া প্রেমী সাধারণ মানুষ এবং বিভিন্ন বিভাগের ক্রীড়াবিদ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়রা। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকা খেলোয়াড়দের মনের মধ্যে বিষাদে ভরে উঠেছিল। সেই বিষাদ এবং ভারক্রান্ত মন থেকে আবার স্বমহিমায় খেলোয়াড়দের কে ফিরিয়ে আনতে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন ক্যানিংয়ের তালদি সুইমিং সেন্টার'। সোমবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বালনের মধ্যদিয়ে ৪৮ তম বর্ষের সাঁতার প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিংয়ের মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস ও তালদি পঞ্চায়েত উপপ্রধান কালিচরণ মাল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খেলাশ্রী সম্মানপ্রাপ্ত জাতীয় সাঁতারু রবীন বলদে,মনিরুল ইসলাম খান,সুব্রত চক্রবর্তী,শ্যামল পাল,হিমাংশু ঘোষ,অশোক হালদার,কোচ কানাই সরদার সহ অন্যান্য বিখ্যাত সাঁতারুরা। তালদি মোহনচাঁদ উচ্চমাধ্যমিক স্কুল সংলগ্ন সুইমিং পুলে আয়োজিত ৪৮ তম বর্ষের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ১৫০ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে সফল সাঁতারুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন তালদি সুইমিং সেন্টারের কর্মকর্তারা। এদিন সাঁতার শেষে জাতীয় সাঁতারু বরীন বলদে জানান তালদি থেকে প্রচুর প্রতিভাবান সাঁতারু উঠে এসেছে। জাতীয়স্তরে অনেক খ্যাতি লাভ করেছে। আগামী দিনে যাতে করে তালদির ছেলেমেয়েরা আন্তর্জাতিক স্তরে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে দেশের সুখ্যাতি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারে তার জন্য আমাদের এই সাঁতার প্রতিযোগিতা।

ঢালাই বল প্রতিযোগিতা

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রামের কলমাপুখুরিয়া আদিবাসী রমাজ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হল দুদিন ব্যাপী ঢালাই বল প্রতিযোগিতা। ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই প্রতিযোগিতায় ৩২টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ঢালাই বল প্রতিযোগিতাকে ঘিরে মেতে উঠেছেন এলাকার আট থেকে আশি। সোমবার রাত্রে কলমাপুখুরিয়া গ্রামে অয়োজিত ঢালাই বল প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সুমন সাহু সহ অন্যান্য বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

বিএসএফ এর তত্ত্বাবধানে সীমান্তে ভলিবল ম্যাচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ০৯ নভেম্বর ২০২১-এ, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে নদিয়া জেলার সীমা চৌকি গেন্দে তে এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর তত্ত্বাবধানে বি এস এফ জওয়ান এবং সামান্থা ক্লাব গেন্দের মধ্যে ভলিবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। বিএসএফ এবং সামান্থা ক্লাব গেন্দের মধ্যে খেলা রোমাঞ্চকর ম্যাচে সামান্থা ক্লাব গেন্দে খুব সুন্দর প্রদর্শন করে এবং ০২-০১ পয়েন্ট নিয়ে ম্যাচটি জিতে নেয়। বি এস এফের আধিকারিক, অধস্তন আধিকারিক এবং জওয়ানদের পাশাপাশি গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহের সাথে ম্যাচটি উপভোগ করেন। শ্রী দেশরাজ সিং, কমান্ড্যান্ট, বি এস এফ বিজয়ী দলকে ট্রফি তুলে দেন এবং তাদের অভিনন্দন জানান। এ ধরনের খেলায় দলগত মনোভাব ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে। ভবিষ্যতেও বিএসএফ এ ধরনের খেলার আয়োজন করবে।

ফুটবলার শম্ভু দাস চৌধুরী এখন গৃহবন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রণ পান শম্ভু দাস চৌধুরী। এ প্রসঙ্গে নিজেই বললেন, ওই ক্লাবে খেলেছি মাত্র দু'বছর লেফট আউট পজিশনে। গড়ের মাঠে উয়াড়ি ক্লাবে ১৯৬০, ৬১ ও ৬২ তিন বছর খেলেছিলেন। ওই ক্লাবে থাকাকালীন ডিসিএম ট্রফি, ডুরান্ড, রোভার্স কাপ চুটিয়ে খেলেন। তখন শম্ভু দাস চৌধুরীরা থাকতেন হাওড়া দাশনগর কোয়ার্টারে। ১৯৬৩ সালে ইস্টার্ন রেলে আসেন। এরপরের বছর ৬৪ সালে তাঁর স্বপ্নের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন। মাত্র দু'বছর লাল হলুদে খেলেছিলেন। কিন্তু তাতেই ক্লাবের সদস্য সমর্থকদের মন জয় করে নিয়েছিলেন। তখন লাল হলুদ বিগ্রেডে দলনেতা ছিলেন সুকুমার সমাজপতি। তিনি ছয়ের দশকের সেরা একাদশ বাছতে লেফট আউট হিসাবে শম্ভু দাস চৌধুরীকে দলে অবশ্যই রাখতেন। তবে ৬৬ সালে শম্ভু বাবু ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে কাস্টমসে চাকরি পাওয়ার জন্য সেখানে খেলেন। সেই সময় শম্ভু কলকাতা চতুর্থ ডিভিশন কাস্টমস অফিস দলকে লিগের খেলায় প্রথম ডিভিশনে তুলে এনেছিলেন। টানা ৯ বছর তিনি কাস্টমসের হয়ে খেলেছিলেন। এর আগে ইস্টার্ন রেলের হয়ে রোভার্স কাপ খেলতে মুম্বইয়ে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের নজরে পড়েন। ৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গলের ডায়মন্ড কোচ ছিলেন অমল দত্ত। দুই মরশুম লাল হলুদে থাকাকালীন তাঁর পারফরম্যান্স যথেষ্ট নজর কেড়েছিল। তাঁর কোন্নগর কাঁটাপুকুর এলাকার বাড়িতে বসে শম্ভুবাবু ফিরে গিয়েছিলেন স্মৃতির সারণী বেয়ে নস্ট্যালজিয়া হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কাস্টমস অফিসে অফিসার পদে প্রমাণ পান। কাস্টমস অফিসে ৩৫ বছর সার্ভিস করেন। ২০০১ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৫৯ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবে গড়ের মাঠে প্রথম তাঁর আত্মপ্রকাশ। এরপর উয়াড়ি, ইস্টার্ন রেল, ইস্টবেঙ্গল ও রাজস্থান ক্লাব হয়ে কাস্টমস অফিস টিমে। ইস্টবেঙ্গলে প্রথম বছরে শম্ভু ১২টি গোল করেছিলেন। সেবার শুধু টিমে অসীম মৌলিকের ১৬টি গোল ছিল। আবার পরের মরশুমে ৯টি গোল করেছিলেন। তাও আবার পায়ে চোট ছিল। কিন্তু পরের বছর ক্লাব ছাড়তে হয় কাস্টমসে চাকরি পেয়ে।

বাংলা ক্রিকেট দলের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন অন্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দারিদ্রতা হার মেনেছে মনোবলের কাছে। একাগ্রতা, কঠোর শ্রম আর সৎ মানসিকতা- এই তিন শব্দকে জীবনবেদ করে ছিনিয়ে এনেছেন সাফল্য। তাঁর এই সাফল্যে স্বভাবতই খুশি পরিবারের লোকেরা। কিন্তু ছিপছিপে মেয়েটাও বড্ড একরোখা। অন্তরা জানান, ছোট থেকেই ক্রিকেট খেলা তার খুব নেশা। কখনও ছেলেদের সঙ্গে পায়ে পা লাগিয়ে ফুটবল মাঠে দৌড়, কখনও আবার ক্রিকেটের ময়দানে লম্বা ইনিংস। কিন্তু এ সবই তো পাড়ার মাঠে। শুরু থেকেই তাঁর বাবা রাজকুমার ঘোষ মেয়ের ক্রিকেট খেলাকে প্রচণ্ড উৎসাহ দেন। এরপর ২০১২ সালের মার্চে বাবার বন্ধুর সহায়তায় কলকাতা গড়িয়াহাট ট্যাঙ্কুলার পার্কের কাছে বিবেকানন্দ পার্কে উইমেন্স ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি হন। সেখানে কোচ স্বপন সাঁধুর তত্ত্বাবধানে ক্রিকেটে হাতে খড়ি হয়। একটা সময় যাবতীয় ভুল ত্রুটি শুধরে নিজেকে নিঙড়ে দেন। ২০১৪তে চন্দননগর জেলা ক্রিকেট লিগের খেলায় সে ডানহাতে পেস এবং বাঁহাতে স্পিন করে সিএবির গুড বুকে নাম তুলে প্রশংসা অর্জন করেন। ২১ বছরের অলরাউন্ডার অন্তরা শ্রীরামপুর কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সে ভদ্রেশ্বরে ডাঃ সি সি রোডে মণ্ডল বাগানের মেয়ে। এরই পাশাপাশি চুঁচুড়া ময়দানে মহিলা ক্রিকেট প্রশিক্ষক জয়শ্রী সিংহ রায়ের কাছেও ক্রিকেট শিখতে থাকে। প্রথমে সে ব্যাটসম্যান ছিল। তার সঙ্গে ডান হাতে জোরে পেস বল করতো। পরে বাঁ হাতে স্পিন বল করলেও সেটি নিয়মিত ছিল না। কিন্তু এখন সে দু'হাতে বল করতেই সমান পারদর্শী। এরজন্য নিয়মিত কঠোর অনুশীলনে নিয়োজিত রাখে ২০১৮-১৯-এ মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে বাংলার হয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৯-২০তে অসমের গৌহাটি বরষাবরা স্টেডিয়ামে হরিয়ানাকে ৮ উইকেট হারায়। গ্রুপে দ্বিতীয় পজিশন পায়। সিএবি নিজস্ব লিগে পিঙ্ক দলে খেলেন। চলতি বছরে সিনিয়র উইমেন্স বেঙ্গল টিমে নেটবলার হিসাবে ছিল। ২০১৮ সালে সিএবি থেকে ডিস্ট্রিক্টে সর্বোচ্চ রান গেটার হিসাবে পুরস্কার পায়। এছাড়া শ্রীরামপুর কলেজ তাকে সংবর্দ্ধিত করেন। তাঁর বাবা রাজকুমার বেসরকারি কারখানায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। এখন রুটিরুজির জন্য টোটো চালাচ্ছেন। বছর ছয়েক আগে তাঁর মা অন্নপূর্ণা দেবী ভোর ৫টায় মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় প্র্যাকটিসে যেতেন। এখন বাংলার প্রমীলা ক্রিকেট বাহিনীতে সুযোগের অপেক্ষায়। রাজকুমার বাবু বললেন, এখন ওকে বলি আমার যত কষ্টই হোক খেলা চালিয়ে যা। বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করুক। মেয়ের সাফল্যে বাড়ির সকলেই খুশি। গরিবের ঘরে খেলাধূলা নিয়ে ও মা ও বাবা খুব চিন্তা করতো। এখন ও আমাদের গর্ব। তাঁর আদর্শ ভারতীয় মহিলা দলের কিংবদন্তী ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com